NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ জাতীয় কবির স্বীকৃতি দিয়েও বাংলাদেশ নজরুলের স্বদেশ হতে পারেনি

নবপত্রিকায় বিশেষ প্রবন্ধ: আমতার ‘ঘেঁটু’ গানে যুদ্ধ বিরোধী সুর ৮

কলকাতা ২ মার্চ ২০২৫ ১৭ ফাল্গুন ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 2.3.2025, Vol.18, Issue No. 260 8 Pages, Price 3.00

৮ মার্চের মধ্যে মণিপুরের সব রাস্তা সচল করার নির্দেশ শাহর

নয়াদিল্লি, ১ মার্চ: আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব হাতে পেয়েই মণিপুরকে সচল করতে সচেষ্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী ৮ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত রাস্তাঘাটে যানচলাচল মসৃণ এবং স্বাভাবিক করতে হবে। কেউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে কড়া ব্যবস্থা। শনিবার উত্তর-পূর্বের রাজ্যটির নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা বৈঠকের পর এই নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অশান্তি কবলিত মণিপুরে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়। তারপর থেকেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার উন্নতিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্র। শনিবার সে রাজ্যের নিরাপত্তা আধিকারিক এবং প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন শাহ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মণিপুরের রাজ্যপাল অজয়কুমার ভাল্লাও। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রের দাবি, ওই বৈঠকেই শাহ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে কোনও মূল্যে আগামী এক সপ্তাহ অর্থাৎ ৮ মার্চের মধ্যে রাজ্যের সব রাস্তাঘাটে নির্বিরোধে যান চলাচল সুনিশ্চিত করতে হবে। কেউ রাস্তা আটকানোর চেষ্টা করলে তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপেরও নির্দেশ দিয়েছেন শাহ। ২০২৩ সালের ৩ মে মণিপুরে শুরু হয় মেতেই-কুকি সংঘর্ষ। সেই থেকেই জাতিহিংসায় উত্তপ্ত উত্তরপূর্বের রাজ্যটি। কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়া অসংখ্য মানুষ। গত দেড় বছরে মণিপুরের বহু সরকারি অস্ত্রাগার, থানা, ফাঁড়িতে লুটপাট চালিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। লুট হয়েছে বহু অস্ত্রশস্ত্র। সেসব অস্ত্র উদ্ধারেও তৎপর কেন্দ্র। পিটিআই সূত্রের দাবি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অস্ত্র উদ্ধারে বাড়তি জোর দিয়েছেন। সূত্রের দাবি, এই মুহূর্তে মণিপুরের কী পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কী কী করণীয়, সবটাই আধিকারিকদের থেকে খোঁজ নিয়েছেন শাহ। দ্রুত উত্তর-পূর্বের রাজ্যটিতে শান্তি ফেরাতে আগামী দিনে বড়সড় পদক্ষেপ করা হতে পারে, সে ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন তিনি।

বদ্রীনাথের কাছে তুষারধসে মৃত ৪

দেরাদুন, ১ মার্চ: প্রবল তুষারধসে বদ্রীনাথে আটকে পড়েছিলেন ৫৭ জন শ্রমিক। শনিবার দুপুর পর্যন্ত ৫০ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া খবরে ভিতরে আটকে রয়েছেন পাঁচ জন। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় বদ্রীনাথের অদূরে মানা গ্রামে বিপর্যয়ের পরে ২৪ ঘণ্টার বেশি কেটে গিয়েছে। দুর্ঘটনার পরে রাজ্য এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজে নামে। এছাড়াও ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশও (আইটিবিপি) বরফের নিচে আটকে থাকা শ্রমিকদের খোঁজ চালাচ্ছে। ভারতীয় সেনাও শুক্রবার থেকেই শ্রমিকদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। সেই চেষ্টাতে ফল মিলেছে। শনিবার দুপুর পর্যন্ত ৫০ জন শ্রমিককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। যদিও চার শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলেও জানিয়েছে ভারতীয় সেনা।

রণক্ষেত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর

আক্রান্ত শিক্ষামন্ত্রী, জখম একাধিক ছাত্র-অধ্যাপক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়েবকুপার বার্ষিক সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আক্রান্ত স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

শনিবার ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে বামপন্থী পড়ুয়াদের হামলার মুখে পড়েন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তাঁরা গাড়িতে ভাঙচুর, বনেটে উঠে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কোমর, ঘাড়, বাঁ হাতে চোট পান মন্ত্রী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ব্রাত্য বসু সরাসরি নিশানা করেন যাদবপুরের অতি-বাম ছাত্র সংগঠনকে। তাঁর অভিযোগ, ‘ওদের ৪০ জনের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে হবে বলে দাবি তুলেছিল। কিন্তু আমি বলেছিলাম, ৪ জনের সঙ্গে দেখা করে সবার সব কথা শুনব। ওরা তা মানেনি। আমাদের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের উপর হামলা করে। উগ্র বামপন্থীদের কাণ্ড এসব। আমি বুঝলাম না, এ কোন গণতন্ত্র?’ এদিকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঘটনার প্রতিবাদে সন্ধ্যা থেকে থানার সামনে ও এইট-বি বাসস্ট্যান্ডের সামনে পথ অবরোধ করে পড়ুয়াদের একাংশ।

সন্ধ্যেবেলা যাদবপুরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে নিগ্রহ করার প্রতিবাদে সন্ধ্যা ৭টায় সুকান্ত সেতু থেকে মিছিলের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। মিছিলে যোগ দেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ, রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস প্রমুখ। উল্টো দিকে হাজির হন বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর সদস্যেরা। এক সময় তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দু’পক্ষের মাঝে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে।

ঘটনার সূত্রপাত এদিনের ওয়েবকুপার সাধারণ বার্ষিক সভাকে কেন্দ্র করে। ব্রাত্য তৃণমূলপন্থী অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার বৈঠক সেরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোচ্ছিলেন। সেই সময় ব্রাত্যের গাড়ির চাকার হাওয়া খুলে দেন ওই পড়ুয়ারা। গাড়ি থেকে নেমে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু তাঁর সামনেই চলতে থাকে বিক্ষোভ। ওঠে ‘চোর-চোর’ এবং ‘গো ব্যাক স্লোগান’। পরে মন্ত্রীর গাড়ি এবং সঙ্গে থাকা দু’টি পাইলট কারে ভাঙচুর চালানো হয়। ভেঙে দেওয়া গাড়ির ‘লুকিং গ্লাস’ও। মন্ত্রী জানান, গাড়িতে ইট ছোড়া এবং হেনস্থার জেরে আহত হয়েছেন তিনি। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য তিনি যান এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে।

শনিবার বেলায় যাদবপুরের ওপেন এয়ার থিয়েটারে ওয়েবকুপার বৈঠকে যোগ দেন ব্রাত্য। সেই বৈঠক শুরু হওয়ার আগে তৈরি হয় উত্তেজনা। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ ভোটের দাবিতে স্লোগান দিচ্ছিলেন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই, আইসা, ডিএসএফ (ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস’ ফ্রন্ট)-এর সদস্যেরা। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পাল্টা মানববন্ধন তৈরি করেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)-এর সদস্যেরা। বৈঠকে যোগ দিতে এসে বিক্ষোভকারীদের বাধার মুখে পড়েন ব্রাত্য। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেট দিয়ে প্রবেশ করিয়ে ওপেন এয়ার থিয়েটারের পিছন দিয়ে মঞ্চে তোলা হয়।

ব্রাত্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেও বিশৃঙ্খলা থামেনি। অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তৃণমূল প্রভাবিত কর্মচারী সংগঠনের অফিসে ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার প্রতিবাদে যাদবপুর এইট বি মোড়ে রাস্তা অবরোধ করেন বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই-এর পড়ুয়ারা। ওই পড়ুয়াদের বক্তব্য, শিক্ষামন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোনোর সময় এক পড়ুয়া গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছেন। তাঁর মাথা ফেটেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এসএসকেএম থেকে বেরিয়ে ব্রাত্য জানান, গাড়ির কাচ ভেঙে তার টুকরো হাতে-মুখে লেগেছে। হাতে এক্স-রে করা হয়েছে। ব্রাত্যকে দেখতে এসএসকেএম চত্বরে পৌঁছে যান তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ‘আমাদের ধৈর্য এবং সহনশীলতাকে কেউ যেন দুর্বলতা ভেবে না নেয়। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করি। হামলাকারীদের গণতান্ত্রিক ভাবেই জবাব দেওয়া হবে।’ পড়ুয়াদের বিক্ষোভ থেকে রেহাই পাননি অধ্যাপকেরাও। এক সময় প্রতিবাদী পড়ুয়াদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয় ওয়েবকুপার সদস্যদের। যাদবপুরের অধ্যাপক তথা ওয়েবকুপার সদস্য ওমপ্রকাশ মিশ্রকে লাঠি হাতে তাড়া করেন বাম এবং অতি বাম সংগঠনের কয়েক জন পড়ুয়া। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যান। জানা গিয়েছে, ধস্তাধস্তির মধ্যে এক পড়ুয়ার মাথা ফেটেছে। আহত হয়েছেন দুই অধ্যাপক। এক মহিলা অধ্যাপকের শাড়ি ছেঁড়ার অভিযোগও উঠেছে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে ব্রাত্য বলেন, ‘এটা যদি উত্তরপ্রদেশে হত, কোনও ছাত্র সংগঠন এই কাজ করতে পারত? আজকের যে ঘটনা, আমরা চাইলেই পুলিশ ডাকতে পারতম। কিন্তু আমি বারণ করেছি, শিক্ষাঙ্গনে যেন এক জনও পুলিশ না প্রবেশ করে।’ এর পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘যাঁরা আজ অধ্যাপকদের উপর আক্রমণ করছেন, তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে কটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? তাঁরা তৃণমূলের অধ্যাপকদের উপর আঘাত করতে চান, কিন্তু বিজেপির ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চুপ থাকেন।’

এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসার পর ব্রাত্য বসু সাংবাদিকদের জানান, ‘আমি একদম সামনে বসেছিলাম। ওরা ইট, পাটকেল ছোড়ে। গাড়ির কাচ ভেঙে আমার মুখে এসে লাগে। এছাড়া আমার হাত ধরে টানাটানির সময়ে বাঁ হাতে লাগে। এখানে চিকিৎসকরা বলছিলেন, এক্স রে ও অন্যান্য পরীক্ষা করাতে। সেসব হয়েছে। এখন আমি অনেকটা ভালো আছি। তবে অনেক অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা আক্রান্ত। হয়ত গুরুতর চোট লেগেছে। তাঁদের জন্য আমার বেশি চিন্তা হচ্ছে।’

তীব্র নিন্দা জুটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় তীব্র নিন্দা করার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে অধ্যাপক দের সংগঠন জুটা। জুটার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক পার্থ প্রতীম রায় এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আজ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তাঁদের দলীয় একটি অনুষ্ঠানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন। সভা-সমাবেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকার সবারই রয়েছে। কিন্তু তা যদি অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে,মর্যাদা না দেয় তা বিপজ্জনক। আসলে এঁরা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। শাসকদলের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য এঁরা আইন থাকা সত্ত্বেও গায়ের জোরে ছাত্রদের ইউনিয়ন ইলেকশন থেকে কোর্ট-কাউন্সিল নির্বাচন বন্ধ রাখে। সেকারণেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের দাবি জানানোর সময় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের একদল গুণ্ডা প্রবল আক্রমণ করে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই আহত ও রক্তাক্ত হয়েছে বলে তার দাবি। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানানোর ভাষা নেই।’ বাইরের লোক নিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের সুষ্ঠু পরিবেশ কার্যত বিঘ্ন করা হল বলে তাঁর অভিযোগ।

নিন্দা এসইউসিআই-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন, তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি হিসাবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। ছাত্ররা শিক্ষামন্ত্রীকে কাছে পেয়ে দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা ইউনিয়ন নির্বাচনের দাবিও করতে পারেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যা যা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে তা যেমন অভিপ্রেত নয়, কিন্তু তার জন্য বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের উপর গাড়ি চালিয়ে দেওয়া কখনোই সমর্থন যোগ্য হতে পারে না বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

পুলিশের কাছ থেকে ফের দুষ্কৃতীকে ছিনিয়ে নিল গ্রামবাসীরা

গোয়ালপোখড়ের পুনরাবৃত্তি চোপড়ায়, আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘদিন ধরে গা ঢাকা দিয়েছিল। সেই দুষ্কৃতীকে খুঁজে পেয়েছিল পুলিশ। কিন্তু তাকে প্রিজন ভ্যানে তুলতে গিয়েই যত গণ্ডগোল। ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন গ্রামবাসী। পুলিশের গাড়ি আটকে সেই কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল তারা। যার জেরে ধস্তাধস্তি বেধে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার কালকাপুর এলাকার ঘটনা। সেখানে ফের আক্রান্ত উর্দি।

এর আগে এই চোপড়াতেই পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু, ফের একই ঘটনা ঘটল। পুলিশের কাছ থেকে ছিনতাই দুষ্কৃতী। পরে তার খোঁজ করতে যেতেই আক্রান্ত হতে হয় আধিকারিকদের। তবে যারা দুষ্কৃতীকে পালাতে সাহায্য করল তারা আদৌ সাধারণ গ্রামবাসী নাকি অভিযুক্তেরই গ্যাং তা জানতে পারা যায়নি। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ১১জন।

অভিযুক্তের নাম মজিবুর রহমান। ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এলাকায় যায় চোপড়া থানার আই.সি সুরজ থাপা। অভিযুক্তের খোঁজে এলাকায় চিরুনী তল্লাশী চালাচ্ছে পুলিশ। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম মুজিবর রহমান। দীর্ঘদিন ধরে গা ঢাকা দিয়ে ছিল সে। শনিবার দুপুরে অভিযুক্তের সন্ধান পেতেই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর পুলিশ ভ্যানে তুলতেই গ্রামবাসীদের একাংশ পুলিশের গাড়ির সামনে রুখে দাঁড়ান বলে অভিযোগ। তারপর তাকে পুলিশের গাড়ি থেকে বের করে পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেন গ্রামবাসীদেরই একাংশ বলে অভিযোগ। ঘটনায় শুরু হয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি। খবর পেয়ে চোপড়া থানার আইসি সুরোজ থাপার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে বিক্ষোভকারীদের। ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও পুলিশের তরফে এখনও কিছুই জানানো হয়নি।

চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান বলেন, ‘লোকাল কয়েকজন বলেছেন আমায় ও কোনও দুষ্কৃতী ছিল না। আগের বারের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিল। পুলিশ এসে ঘর ভাঙছে। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা হয়েছে। আমি বকাবকি করেছি ওদের। ও যদি নির্দোষ হয় তাহলে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনা যেত। মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। পুলিশ ঘর ভেঙেছে। ওদের কাছে কোনও ওয়ারেন্ট ছিল না।’

শান্তিপুর বিডিওর পক্ষপাতমূলক কার্যক্রম নিয়ে বিতর্ক

নিরপেক্ষতার দাবি করে কঠোর শাস্তির দাবি করলেন শুভেন্দু

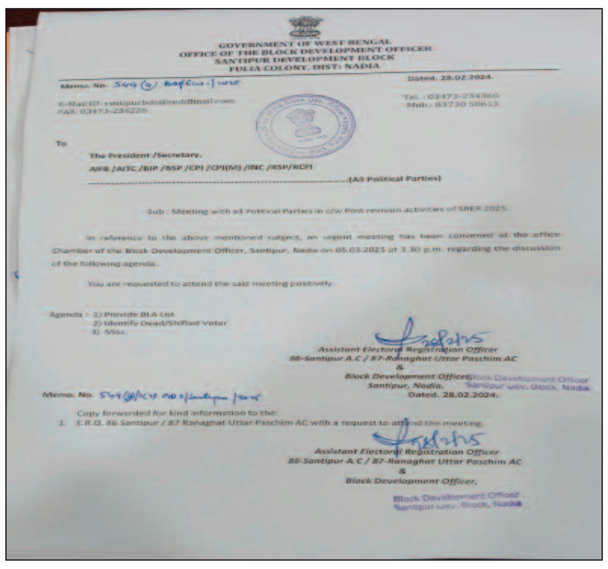

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER

SANTIPUR DEVELOPMENT BLOCK

of the following agenda.

You are requested to attend the said meeting positively.

Agenda : 1) Provide BLA List
2) Identify Dead/Shifted Voter
3) Misc.

Assistant Electoral Registration Officer
86-Santipur A.C / 87-Ranaghat Uttar Paschim AC
&
Block Development Officer,
Santipur, Nadia.

Block Development Officer
Santipur Dev. Block, Nadia

Memo. No.

Dated. 28.02.2024.

Copy forwarded for kind information to the:
1. E.R.O. 86 Santipur / 87-Ranaghat Uttar Paschim AC with a request to attend the meeting.

Assistant Electoral Registration Officer
86 Santipur A.C / 87-Ranaghat Uttar Paschim AC
&
Block Development Officer,

Block Development Officer
Santipur Dev. Block, Nadia

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডলে শান্তিপুর ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের পক্ষপাত মূলক কাজের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি পোস্টে লেখেন, ‘নদিয়া জেলার শান্তিপুর ব্লকের বিডিও সম্প্রতি এক স্মারকলিপি জারি করেছেন, যেখানে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সভাপতি ও সম্পাদকদের বিশেষ সংক্ষিপ্ত ভোটার তালিকা সংশোধন ২০২৫-এর পরবর্তী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার জন্য একটি সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।’

এই বৈঠকের মূল এজেন্ডা

১. বুথ লেভেল এজেন্টদের তালিকা প্রদান।

২. মৃত ভোটারদের শনাক্তকরণ।

৩. স্থানান্তরিত ভোটারদের তালিকা প্রস্তুত করা।

যদিও এই বৈঠক ডাকার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিরোধী দলনেতা লেখেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ ধরনের কোনও নির্দেশ জারি করা হয়নি। অতএব ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন শান্তিপুর বিডিও।

শান্তিপুর ব্লকের বিডিও, যিনি ৮৬-শান্তিপুর ও ৮৭-রানাঘাট উত্তর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিকও বটে, তিনি এই বৈঠক ডেকে নিজের ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, ৫ জানুয়ারি ২০২৫-এ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, এবং এরপর শুধুমাত্র বিশেষ নির্দেশনার ভিত্তিতেই সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এমন কোনো নির্দেশনা নেই। শুভেন্দু ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের এই বৈঠককে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সিদ্ধান্ত বলেই নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন।

তিনি আরও লেখেন, ‘বিডিও সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে এই সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করেছেন, যা তার নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে।’ এমনকি, এটি যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের কৌশল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন জয়ের প্রচেষ্টা, সেই অভিযোগও তুলেছেন।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে। এটি কোনো পঞ্চায়েত নির্বাচন নয়, যেখানে রাজ্য নির্বাচন কমিশন পরিচালনার দায়িত্বে থাকে। বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষই ভোট পরিচালনা করবে।

পাশাপাশি একজন প্রশাসনিক আধিকারিকের দায়িত্ব রাজনৈতিক নির্দেশ বাস্তবায়ন করা নয়, বরং নিরপেক্ষভাবে সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করা। তাই, পক্ষপাতমূলক আচরণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য @CEOWestBengal এবং @ECISVEEP -এর কাছে শুভেন্দু আবেদন জানিয়েছেন। যাতে ভবিষ্যতে এমন কোনও বিতর্কিত ও পক্ষপাতদুষ্ট প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে না পারে।

যুদ্ধবিরতি নিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় জেলেনস্কি

ওয়াশিংটন, ১ মার্চ: ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বাগ্‌যুদ্ধের পরদিনই ভলোদিমির জেলেনস্কি জানালেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ। আপাতভাবে অনেকেই বিষয়টি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সুর নরমের চেষ্টা বলে মনে করছেন। তবে যুদ্ধবিরতি নিয়ে নিজের অবস্থানে অনড় থাকারই ইঙ্গিত দিয়েছেন জেলেনস্কি। জানিয়েছেন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছাড়া যুদ্ধবিরতিতে রাজি হওয়া ইউক্রেনের জন্য বিপজ্জনক। শনিবার সমাজমাধ্যমে একাধিক পোস্ট করেন জেলেনস্কি। একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আমরা সব ধরনের সাহায্যের জন্য আমেরিকার কাছে ভীষণ ভাবে কৃতজ্ঞ। আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে কৃতজ্ঞ। মার্কিন কংগ্রেস এবং আমেরিকার বাসিন্দাদের কাছেও কৃতজ্ঞ। ইউক্রেনের মানুষ তাদের এই অবদান সর্বদা মনে রাখবে।’ আমেরিকার সঙ্গে না-হওয়া খনিজ চুক্তি নিয়েও মুখ খুলেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। তিনি লেখেন, ‘আমরা খনিজ চুক্তি করতে প্রস্তুত। এবং সেটাই হবে আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা করার প্রথম ধাপ। কিন্তু সেটাই শুধু যথেষ্ট নয়। আমরা আরও একটু বেশি কিছু চাই।’ আমেরিকা এবং ইউক্রেনের মধ্যে বিশেষ খনিজ চুক্তি নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই কথাবার্তা চলছিল। জেলেনস্কিই এই চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন ট্রাম্প। ইউক্রেনে কিছু বিরল খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। সেই খনির দিকে আমেরিকার নজর রয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, বিনা বাধায় সেই খনি ব্যবহারের অনুমতি পাওয়ার কথা ছিল আমেরিকার। আমেরিকাকে বিরল খনিজ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে তার বদলে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন জেলেনস্কি। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। বরং রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা ক্রমে ট্রাম্প এবং জেলেনস্কির মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে পরিণত হয়। ট্রাম্প প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেন, জেলেনস্কি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে জুয়া খেলছেন। তিনি সমঝোতার পথে হাঁটতে চাইছেন না। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের জন্যও জেলেনস্কিকেই দায়ী করেন ট্রাম্প। ইউক্রেনের প্রতিনিধিদেরও বেরিয়ে যেতে বলা হয়। বেরিয়ে আসেন জেলেনস্কিও। আমেরিকা ছেড়ে শুক্রবারই ইউক্রেনের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Anusri Karmakar D/o. Hira Karmakar গত ইং ২৮/০২/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Zara Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। ২৮/০২/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৩৭০ নং এফিডেভিট বলে Zara Khatun ও Anusri Karmakar D/o. Hira Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৫/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৭৫২ নং এফিডেভিট বলে Sanjib Ganguli S/o. Santosh Ganguli ও Sanjib Ganguly S/o. S. K. Ganguly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি বিধান ঘোষ পিতা- শান্ত ঘোষ ভোটার কার্ডে আমার নাম সুবোধ ঘোষ আছে। ৬/২/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিট বিধান ঘোষ ও সুবোধ ঘোষ একই ব্যক্তি হলাম বালিয়া ডাঙ্গা চাপড়া নদীয়া-৭৪১১২৩ আমার আসল নাম বিধান ঘোষ।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি গোবিন্দ দাস পিতা মৃত বাবুলাল দাস, সাং- নবদ্বীপ মাথাপুর রোড, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ৪ নং গঙ্গাপ্রসাদ মৌজার এল আর-২২৫৮১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৯৮৫ নং দাগের ০৩ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২৮/১০/২০২২ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৫৮৩নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং- ৯৩/৪ সঞ্জীব চ্যাটার্জী রোড, নৈহাটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা নিবাসী শ্রীমতি মলি চক্রবর্ত্তী স্বামী অসীম চক্রবর্ত্তী এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং-২০/০১/২০২৫ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৭২ নং দলিল দ্বারা সাং- নবদ্বীপ মাথাপুর রোড, জেলা- নদীয়া নিবাসী - মানিক বিশ্বাস পিতা- মৃত জগদীশ বিশ্বাস কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

CHANGE OF NAME

By an Affidavit dated 27.02.2023 affirmed before The Notary Public of Serampore Court, Hooghly, I have declared that RITU AGARWALA and Ritu Agarwal are the names of one and same identical person i.e. myself.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)**রোজিনা বিবি** স্বামী সামিরুল সেখ ও ২)**রিম্পা খাতুন** পিতা সামিরুল সেখ সকলের সাকিম বড়খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৫/০৭/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-354/2019 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেল **কাজী নিজাম উদ্দিন** পিতা মৃত কাজী খোদারাখা সাকিম বড়খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 16/02/2024 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1700/2024 নং দলিল মূলে **আব্দুল রসিদ** পিতা মৃত গুলাম রসুল সাকিম শিবপুর বাইলেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী মহাশয়কে ৩ কাঠা ৬ ছটাক ১৮ বর্গফুট বিক্রয় করেন। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বড়খেজুরিয়া, জে.এল.-৪৯, হাল এল. আর ৩১ নং খতিয়ানে, সাবেক আর.এস ও হাল এল.আর ১০০ নং দাগে বাগান জমি ৩ কাঠা ৬ ছটাক ১৮ বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **আব্দুল রসিদ** পিতা মৃত গুলাম রসুল উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি আহাদ সেখ, পিতা মৃত ইজাবুল সেখ সাং- মায়াপুর হসপিটাল পাড়া, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ৯ নং বামন পুকুর মৌজার এল আর- ১০৯৮৬ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৯৯৫ নং দাগের ৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ১০/০২/২০২২ তারিখে ডি এস আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২২নং আমমোক্তার দলিল বলে হাল সাং-হুলোর ঘাট সরস্বতী নগর, জেলা নদীয়া নিবাসী শান্তনু কুমার সাহা, পিতা- মৃত সুনীল কুমার সাহা এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং - ০১/০২/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩১৩ নং দলিল দ্বারা হাল সাং-বামুনপুকুর স্টেট ব্যাঙ্কের নিকট, জেলা- নদীয়া নিবাসী প্রদ্যুম্ন ঘোষ পিতা-মৃত নারায়ণ ঘোষ ও শ্রীমতি শ্রীমা পাইন ঘোষ স্বামী প্রদ্যুম্ন ঘোষ কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

রাজ্যপাল সম্মানিত
রাজজ্যোতিষী
ইন্দ্রনীল মুখার্জ্জী
Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২রা মার্চ। ১৭ই ফাল্গুন। রবি বার। শুক্লা তৃতীয়া তিথি, জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দুর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য। কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা মন্ত্র।

(ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের আজ থেকে মাসব্যাপী রোজা শুভারম্ভ।)

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি প্রসেনজিৎ রায় পিতা প্রভাত রায় সাং- নবদ্বীপ মাথাপুর রোড, গঙ্গানগর, জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ৪ নং গঙ্গাপ্রসাদ মৌজার এল আর- ২২৩২৭ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১০২৬নং দাগের ১.২৭ শতক,এল আর- ২২৩২৮ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১০২৬ দাগের ২.৪৭ শতক ও এল আর ২২৩২৯ খতিয়ান ভুক্ত এল আর ১০২৬ দাগের ১.২৬ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ০৮/০৩/২০২১ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩২নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং রামরামপুর, রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম নিবাসী বিপ্লব সাহা পিতা মৃত বলাই সাহা, ঊষা সাহা বারুই স্বামী বিপ্লব সাহা ও সাং ১০৩ বঙ্কিম পল্লী, মুরারই জেলা বীরভূম নিবাসী কৃষ্ণকান্ত বারুই পিতা- মৃত ঠাকুরদাস বারুই এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং- ২০/০১/২০২৫তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৭১ নং দলিল দ্বারা সাং- নবদ্বীপ দেয়ারা পাড়া ঘাট রোড, জেলা- নদীয়া নিবাসী সুমন দেবনাথ পিতা শ্যামল দেবনাথ কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. অফিসে যোগাযোগ করুন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল, ১) **শ্রীমতী চিন্ময়ী চ্যাটার্জ্জী**, পিতা - স্বর্গীয় উমা প্রসাদ ব্যানার্জ্জী, সাকিম - ৮৩ আর.কে.স্ট্রীট,উত্তরপাড়া, কোতরং,পোঃ-উত্তরপাড়া, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, প্রদেশ - পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৫৮। ২)১) **শ্রীমতী কাকলী দাস**, স্বামী – কৌশিক দাস, সাকিম - ব্লক ডি, ফ্ল্যাট-৪৬০, মেরুজিন হাউসিং কমপ্লেক্স, রামচন্দ্রপুর রোড, পোঃ- পাটুলী, থানা-নরেন্দ্রপুর, জেলা- দঃ ২৪ পরগনা,প্রদেশ - পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১০৩। গত ইং ১৯/০৬/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস. আর.- চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I- ৬৫২৪/২০২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা-হুগলী, থানা- বলাগড়ের সামিল, জে.এল. নং ৯৯, পাটুলী মৌজায় হাল ৬০ নং খতিয়ানভুক্তঃ-সাবেক ও হাল ৩ (তিন)নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৫৩ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ২৬ শতক ও সাবেক ও হাল ৫ (পাঁচ)নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৫ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১৮ শতক একুনে মোট ৪৪ (চুয়াল্লিশ) শতক সম্পত্তি, সাকিম- কালিয়াগড় পোঃ ও থানা-বলাগড়,জেলা- হুগলী, প্রদেশ - পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২৫০১ নিবাসিনী **শ্রীমতী সুরভিতা বিশ্বাস**, স্বামী - শ্রী কার্ত্তিক বিশ্বাস, মহাশয়াকে আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন।

SANKAR DAS (ADVOCATE)
District Judge's court,
Chinsurah, Hooghly

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল, ১। **শ্রী বাপ্পাদিত্য ঘোষ**, ২। **শ্রীমতী দীপালী ঘোষ**, ৩। **শ্রীমতী রুপা ঘোষ**, সকলের পিতা- স্বর্গীয় শান্তি রাম ঘোষ, সাং- বাগড়ী, পোঃ-পাকড়ী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, ৭১২১৪৮, গত ইং ২৪/০৬/২০২১ তারিখে সম্পাদিত ডি.এস.আর. ২ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV--৮২/২০২১ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা- হুগলী, থানা-মগরার সামিল জে. এল. নং ০৮, বাগড়ী মৌজায় হাল ১১৫৩ (বাপ্পাদিত্য ঘোষ),১১৪৩ (বাপ্পাদিত্য ঘোষ), ১১৫৪ (দীপালী ঘোষ). ১১৫৫ (রুপা ঘোষ) নম্বর খতিয়ান ভুক্ত সকল সম্পত্তি ও জে.এল. নং ১২, দিগসুই মৌজায় হাল ২১৬১(বাপ্পাদিত্য ঘোষ),২১৬২ (দীপালী ঘোষ),২১৬৩ (রুপা ঘোষ) নম্বর খতিয়ানভুক্ত সকল সম্পত্তি এবং থানা বলাগড়ের সামিল জে. এল. নং -৭৮, ইটাগড় মৌজায় হাল ১৫৭৪ (বাপ্পাদিত্য ঘোষ)নম্বর খতিয়ান ভুক্ত সকল সম্পত্তি, গ্রাম- বাগড়ী, পোঃ- পাকড়ী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, ৭১২১৪৮, নিবাসী, ১) **শ্রী ইন্দ্রজিত ঘোষ**, পিতা- শ্রী চন্দ্রশেখর ঘোষ ও ২) **শ্রী অভিজিত ঘোষ**, পিতা- শ্রী নীলরতন ঘোষ মহাশয় দ্বয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

SANKAR DAS (ADVOCATE)
District Judge's court,
Chinsurah, Hooghly

In the Court of the Ld.District
Delegate,Kharagpur,Paschim Medinipur
Succession Certificate Case No. 37/2023
Judhisthir Bangari.....Petitioner

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, গত ইং ০৩.০৪.২০২০ তারিখ গৌতম পিতা ঈশ্বর হাদু ঠিকানা - ১, রেলওয়ে কোয়ার্টার নম্বর এম.ডি.এস - ৪, ইউনিট -১, নিউ সেটেলমেন্ট, পোঃ - খড়গপুর, খড়গপুর পৌরসভা অধীন, থানা খড়গপুর টাউন, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর পরলোকগমন করিবার পর বর্তমানে তার একমাত্র ওয়ারিশ তাঁর পুত্র জুধিষ্ঠির বাঙ্গারী (দরখাস্তকারী) তার পিতার সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে হইতে প্রাপ্য Settlement Dues Provident Fund - Rs.55398/ + GIS - Rs.45076 Total Rs.100474/- + interest এর Succession Certificate পাইবার প্রার্থনায় উপরোক্ত মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উল্লেখ থাকে যে দরখাস্তকারীর মাতা জাম্মা ও তার পিতার মৃত্যুর পর ইং ৩১.০৮.২০২০ তারিখে তাহার উক্ত পুত্রকে একমাত্র ওয়ারিশ রাখিয়া পরলোকগমন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে 10.03.2025 তারিখে স্বয়ং কিংবা নিযুক্ত উকিলবাবুর দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি প্রদান করিবেন অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

অনুমত্যনুসারে, Madan Mishra,
সেরেস্তাদার,ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়গপুর,
পশ্চিম মেদিনীপুর, Dt.-17.02.2025

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

ক)**বলরাম পড়িয়াল** পিতা কিশোরী মোহন পড়িয়াল সাকিম দক্ষিণ সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয় বিগত ইং ২৩/০৬/২০২১ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1391/2021 নং আমমোক্তার দলিল বলে এবং খ)**বিশ্বজিৎ দাস** পিতা বিকাশ চন্দ্র দাস সাকিম নরেন চ্যাটার্জী লেন, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয় বিগত ইং ২৯/০৬/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর-II, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3387/2021 নং আমমোক্তার দলিল বলে, একুনে উপরোক্ত দুইটি পৃথক আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেল **কাকলী মন্ডল** পিতা সতীশ মন্ডল স্বামী পবিত্র কুমার রায় হাল সাকিম মহেশপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দুইটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **কাকলী মন্ডল** মহাশয়া নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 15/01/2025 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-480/2025 নং দলিল মূলে **তৃষিত সিংহ** পিতা তাপস সিংহ সাকিম ১নং ফার্ম সাইড রোড, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়কে ১ কাঠা ৮ ছটাক ৪০ বর্গফুট বিক্রয় করেন। তপশীল: জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, ১৬ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ১৩২৬ তথা এল.আর. ১৩১৭ নং দাগে বাগান জমি এল.আর. ক)৫৮৬ নং খতিয়ান হইতে ১ কাঠা ৪ ছটাক ২৩ বর্গফুট এবং খ)৭৭৭৯ নং খতিয়ান হইতে ৪ ছটাক ১৭ বর্গফুট, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে ১ কাঠা ৮ ছটাক ৪০ বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **তৃষিত সিংহ** পিতা তাপস সিংহ উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)**সেবা সিনহা ওরফে সেবা সিনহা (ঘোষ)** স্বামী পীযুষ কান্তি সিনহা সাকিম ফটকগোড়া, ব্যানার্জ্জী বাগান, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন-712136, ২)**সুস্মিতা ঘোষ** স্বামী বিশ্বম্ভর ঘোষ সাকিম দেবানন্দপুর, শরৎ পার্ক, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩, ৩)**সঞ্চিতা নিয়োগী ওরফে সঞ্চিতা নিয়োগী(ঘোষ)**, স্বামী ইন্দ্রজিৎ নিয়োগী, ৪)**শুভময় ঘোষ** পিতা ৺দীনবন্ধু ঘোষ ৩নং ও ৪নং এর সাকিম ইডেন পার্ক লেন নং-৪, মানুষপুর, পোঃ মানুষপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩, ৫)**কবিতা ঘোষ** স্বামী ৺মানব ঘোষ, ৬)**অরন্য ঘোষ** পিতা ৺মানব ঘোষ, ৫ ও ৬ নং এর সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩, বিগত ইং-29/05/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী অফিসে I-4845/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **অশোক কুমার ঘোষ ওরফে অশোক ঘোষ** পিতা ৺দীনবন্ধু ঘোষ সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 20/01/2025 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-671/2025 নং দলিল মূলে **নিলয় দাস** পিতা নিমাই দাস সাকিম ১ নং কেওটা কলোনী, পোঃ সাহাগঞ্জ, জেলা হুগলী মহাশয়কে 2 কাঠা বিক্রয় করেন। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, জে.এল.-3, হাল এল. আর 1406, 1407, 1408, 1411, 3242 ও 3243 খতিয়ানে, সাবেক আর.এস 873 ও হাল এল.আর 945 দাগে বাগান জমি ষোল আনায় 96 শতকের মধ্যে 60 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **নিলয় দাস** পিতা নিমাই দাস উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল. আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

NOTICE

In the Court of the Ld. Civil Judge (Jr. Div), Kharagpur
Other Suit No. 20/2024

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that Plaintiff **Md. Sultanul Haque** S/O Late Jafrul Haque, residing at - Bhawanipur, Ward No. 05. Near Azadhind Club Sultan Bari, P.O. - Kharagpur, P.S. Kharagpur (Town), District - Paschim Medinipur has filed the above referred suit for declaration for dissolution of marriage against **Shabana Banu @ Shabana** W/O - Sultanul Haque, D/O Siraj Ahmed, at Sirajganj. House No. 61/A9 Suthi Fettak, 3 Chandri, Kanpur Nagar Cod, Uttar Pradesh, Pin - 208013. If anybody has any claim or objection towards the ongoing proceeding of the aforesaid Other Suit, he/she may submit the same to the Ld. Court by appearing in self or through his/her Ld. Advocate within18/03/2025 otherwise procedure will be followed in accordance with law.

Sd/- **Sukhdeb Das (Sheristader)**
Court of the Ld. Civil Judge (Jr. Div) Kharagpur, Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে সাংবাদিক রোজিনা রহমানের ওপর হামলা

তীব্র প্রতিক্রিয়া বিরোধী দলনেতার

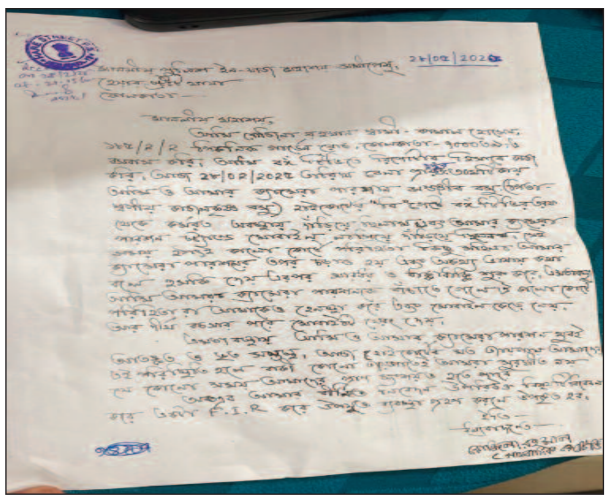

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে শুক্রবার ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম বঙ্গ টিভি-র সাংবাদিক রোজিনা রহমান ও তার চিত্র সাংবাদিকের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এই হামলার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস-এর কর্মীদের দিকেই অভিযোগের তীর উঠেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রোজিনা রহমান যখন সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন, তখন কিছু অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে এসে তাকে হেনস্তা করে। এই ঘটনার সময় তার ভিডিওগ্রাফারও আক্রান্ত হন। সাংবাদিক রোজিনা রহমান দীর্ঘদিন ধরে নিরপেক্ষ এবং সাহসী সাংবাদিকতার জন্য পরিচিত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শাসকদলের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে তার সমালোচনামূলক প্রতিবেদন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স-এ দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, আমি তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের দ্বারা বঙ্গ টিভির সাংবাদিক রোজিনা রহমান ও তার ভিডিওগ্রাফারের ওপর কাপুরুষোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। রোজিনা রহমান এক পরিচিত মুখ এবং স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের একজন সম্মানিত সদস্য। তৃণমূল কংগ্রেস তার রিপোর্টিং পছন্দ নাও করতে পারে, তবে এর অর্থ এই নয় যে তাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হবে, যাতে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করতে ভয় পান। তিনি আরও জানান, এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা দরকার। শুভেন্দু অধিকারী হেয়ার স্ট্রিট থানাকে দ্রুত তদন্ত শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন।

উচ্চ মাধ্যমিকে ৫৫ হাজার পরীক্ষার্থীর 'ড্রপ আউটে'র বিষয়ে তদন্ত প্রয়োজন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : ডিজিটাল পড়াশুনার সুবিধার্থে তৃণমূল সরকার 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে একাদশ শ্রেণি থেকেই পড়ুয়াদের ট্যাব কিংবা মোবাইল কেনার জন্য দশ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে একাদশ শ্রেণিতে রেজিস্ট্রেশন করালেও, এবছর ৫৫ হাজার পরীক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে না। বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় না বসা নিয়ে এবার মুখ খুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। শনিবার হালিশহর দক্ষিণ প্রসাদ নগরে প্রাক্তন কাউন্সিলর বন্ধু গোপাল সাহার বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রাক্তন অর্জুন সিং দাবি করলেন, জাল রেজিস্ট্রেশন করিয়ে ট্যাবের টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। কারণ, ৫৫ হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় না বসার বিষয়টি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়ে তিনি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলবেন। এমনকী যাতে আদালতের দ্বারস্থ হয়ে এই বিষয়ে তদন্ত করানো যায়, তারা সেই চেষ্টা করবেন। তাঁর কটাক্ষ, মমতা ব্যানার্জি মিথ্যাশ্রী প্রকল্প পাওয়ার যোগ্য। সরকারের তরফে মিথ্যাশ্রী প্রকল্প চালু করার দরকার আছে। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জি বাংলার মানুষকে ভাঁওতা দিয়ে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে এদিন তিনি বলেন, 'এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে ওনার এত ভয় কিসের। তাঁর দাবি, বাংলায় সঠিকভাবে নির্বাচন হলে আর ৪০ লক্ষের বেশি ভুতুড়ে ভোটার বাদ গেলে, মমতা ব্যানার্জির হাল হবে কেজরিওয়ালের মতো। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬ সালের নির্বাচনে চার ধরনের খেলা হবার কথা বলেছেন। এপ্রসঙ্গে গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, মমতা ব্যানার্জি এবার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন। বিজেপি খেলবে নাকি তৃণমূল খেলবে, সেটা ২০২৬ সালের নির্বাচনেই উনি বুঝতে পারবেন।

গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে জেলাগুলিকে কঠোর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আওতায় গৃহ নির্মাণের চলতি আর্থিক বছরের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করতে রাজ্য সরকার জেলাগুলিকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। বেশ কিছু জেলায় ওই প্রকল্পে ধীরগতি দেখা গিয়েছে। সেই জেলাগুলিকে ৩১ মার্চের মধ্যে নির্ধারিত কাজ শেষ করতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে। দপ্তরের সাম্প্রতিক মূল্যায়ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের ২১ টি জেলায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার ২১৫ টি বাড়ির নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। এরমধ্যে ৫০ হাজার ৪৪৩ টি বাড়ি লিন্টেল পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। তবে বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়া ১২ লক্ষ উপভোক্তার মধ্যে ৩২ হাজার ৯৮০ জনের বাড়ির নির্মাণ এখনও শুরু হয়নি, যা মোট লক্ষ্যমাত্রার ১০.৫ শতাংশ। চলতি অর্থ বর্ষের মধ্যেই যাতে ১০০ শতাংশ উপভোক্তার বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায় তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, বাংলার বাড়ির নির্মাণে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও মালদা জেলাগুলিতে গৃহ নির্মাণের কাজ ধীরগতিতে চলছে।

সম্প্রতি, গার্ডেন রিচের সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের সেন্ট্রাল হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হল ইন্ডিয়ান রেলওয়ে হেলথ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ৪১ তম অ্যানুয়াল কনফারেন্স। সেখানে রেলওয়ে বোর্ডের হেলথ সার্ভিস ডিরেক্টর জেনারেল ডা. মান সিং, সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্রা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি 'পেন্টাকন স্মারক' শীর্ষক একটি স্মারক প্রকাশ করেন।

সাড়ে ৪ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষে বৈঠকে বসবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবারের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আরেক দফা বৈঠকে বসছে রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে প্রস্তাবিত ওই বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের পাশাপাশি শিল্পমহলের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন। বিনিয়োগকারীদের এক জানালা পদ্ধতিতে বিভিন্ন দপ্তরের ছাড়পত্র দেওয়া, রাজ্য সরকারের শিল্প বান্ধব নানা নীতির সুযোগ তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মত নানা বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে বলে রাজ্য শিল্পন্নোয়ন নিগম সূত্রে জানা গেছে। নিগমের ডাকা এই বৈঠকে অর্থ, শিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প, পূর্ত, পঞ্চায়েত, বন, পুর ও নগরোন্নয়ন, শ্রম, আইন-সহ মোট ১৪টি দপ্তরের মন্ত্রীরা থাকবেন। বাধ্যতামূলকভাবে আর থাকবেন বিভাগীয় সচিবগণ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসাররা। শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, পরিকাঠামো, পর্যটন, উৎপাদন এবং স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির জন্য ছ'টি সেক্টর কমিটি স্থাপন করা হয়েছে। এগুলির মাথায় রয়েছেন হর্ষ নেওটিয়া, উমেশ চৌধুরী ও সঞ্জয় বুধিয়ার মতো প্রথম বাংলার সারির শিল্পপতিরা। এই বৈঠকে তাঁদেরকেও আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

সলিল স্মরণে বিশেষ ক্যালেন্ডার প্রকাশ দ্য ড্রিমার্স এর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রকাশিত হল দ্যা ড্রিমার্স মিউজিক পিআর এজেন্সির ক্যালেন্ডারে 'সলিল অ্যাট হান্ড্রেড', দমদমের ঐতিহাসিক এইচএম স্টুডিও-তে। নিবেদন করলেন সেরাম গ্রুপ। উপস্থিত ছিলেন অন্তরা চৌধুরী, দেবজ্যোতি মিশ্র, রকেট মণ্ডল, সৌম্য দাশগুপ্ত, সেরাম গ্রুপের ডিরেক্টর, দ্য ড্রিমার্স এর সুদীপ্ত চন্দ। অনুষ্ঠানটা নান্দনিক ভাবে উপস্থাপনা করেন দেবাশিস বসু। এক সময় হিজ মাস্টার্স ভয়েস ছিল ভারতীয় সংগীতের পীঠস্থান। দমদমের এই এইচএমভি এর রেকর্ডিং স্টুডিও বেশ প্রসিদ্ধ, বাংলার হেন কোনো শিল্পী নেই যিনি এই ফ্লোরে রেকর্ডিং করেননি। সংগীত শিল্পীদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কথা তো অনস্বীকার্য। এই বছর কিংবদন্তী সুরকার গীতিকার সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ। সেই উপলক্ষে সেরাম গ্রুপ নিবেদন করলেন 'সলিল অ্যাট হান্ড্রেড' এক বিশেষ দেওয়াল ক্যালেন্ডার। উদ্যোগে দ্যা ড্রিমার্স মিউজিক পিআর এজেন্সির কর্ণধার সুদীপ্ত চন্দ। কখনো সন্দেশ পত্রিকার প্রচ্ছদ, কখনো বা সোনার কেল্লা পঞ্চাশ বছর, কখনো সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তো কখনো উত্তম কুমার, দ্য ড্রিমার্স মিউজিক পিআর এজেন্সির ক্যালেন্ডারে সবসময়ই থাকে এক স্মৃতিমেদুরতার হাতছানি।

CALENDER RELEASE CEREMONY 2025

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে 'ভূতুড়ে ভোটার' ধরতে ময়দানে ফিরহাদ-সুজিতরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মেনে 'ভূতুড়ে ভোটার' ধরতে চেতলার বাড়ি বাড়ি ভোটার তালিকা হাতে নিয়ে শনিবার সকাল থেকেই স্ক্রুটিনি করতে পথে নামতে দেখা যায় কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। এই স্ক্রুটিনির সময় প্রত্যেকের ভোটার কার্ডও খতিয়ে দেখেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে এই স্ক্রুটিনি করতে পথে নামতে দেখা যায় স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলরকে। তৃণমূলের তরফ থেকে এই কর্মসূচিতে ভোটার তালিকায় মৃত কারও নাম রয়ে গিয়েছে নাকি, সে সংক্রান্ত তথ্যও খতিয়ে দেখা হয়। এরপরে নির্বাচন কমিশনে রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে। আরও একবার স্ক্রুটিনি করা হবে বলেও জানান ফিরহাদ। এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ এও জানান, 'ভুয়ো ভোটার কত, ডেড ভোটার কত, সেই সব আলাদা আলাদা করে তালিকা করতে হবে। এই অনুযায়ী সেই লিস্ট স্ক্রুটিনি করে আমাদের প্রত্যেকটা বুথে সেই অ্যাসেম্বলি নম্বর, পার্ট নম্বর দিয়ে, বুথ নম্বর দিয়ে স্পেসিফিক করে দেব কাকে পেলাম, কাকে পেলাম না। সেই অনুযায়ী পার্টি যদি দেখে একটা পরিমাণের বেশি ভুয়ো ভোটার আছে, সেটা ইলেকশন কমিশনের কাছে নিয়ে যাব।' পাশাপাশি মেয়রের সংযোজন, 'তিন-চারটে নাম পেয়েছি যাঁদের ভোটার তালিকায় নাম আছে। তাঁরা এখানে থাকেন না অথচ নাম আছে। কিছু আছে যাঁদের এখানে কোনও অস্তিত্ব নেই। এই পাড়ায় আমি বড় হয়েছি, জন্মেছি, অথচ কখনও দেখিনি, এমন তিন-চারজনের নাম পেলাম।'

শুধু মেয়র ফিরহাদ হাকিম-ই নন, শনিবার এই স্ক্রুটিনি করতে দেখা যায় দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকেও। ১১৬ নম্বর বিধাননগর বিধানসভার অন্তর্গত বিধাননগর পুরনিগমের অন্তর্গত ১৪টি ওয়ার্ডের কংগ্রেসের পুরপ্রতিনিধি এবং দক্ষিণ দমদম পুরসভার ১০টি ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ও কর্মীদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি যান দমকলমন্ত্রী। সুজিতের সঙ্গে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র অনিতা মণ্ডলও। শুধু কলকাতা বা বিধাননগর-ই নয়, অন্যান্য জেলাতেও চলে এই কর্মসূচি। বারুইপুর এলাকায় সায়নী ঘোষ ও বিধায়ক লাভলি মৈত্রকে সক্রিয় অংশ নিতে দেখা যায়। এর পাশাপাশি রবিবার থেকেই ভোটার তালিকার সংশোধনে নেমে পড়ার বার্তা দেন দুই তৃণমূল নেত্রী। অন্যদিকে দিনহাটার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন উদয়ন গুহ।

পেঁয়াজের রেকর্ড উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে, নির্ভর করতে হবে না ভিন রাজ্যের ওপর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পেঁয়াজের জন্য পঞ্জাবের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না বাংলাকে। রেকর্ড পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন করল বাংলা। পেঁয়াজ উৎপাদনে এবার রেকর্ড গড়ার পাশাপাশি এই প্রথম পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যবস্থাও চালু হতে চলেছে বাংলায়। অর্থাৎ, পেঁয়াজ উৎপাদনে বাংলা এবার প্রকৃত অর্থেই স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। পেঁয়াজের এমন নজর কাড়া উৎপাদনের ফলে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় তৈরি করা হচ্ছে বড় ও ছোট মাপের পেঁয়াজ সংরক্ষণাগার। এতদিন সরকারি উদ্যোগে পেঁয়াজ সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না এ রাজ্যে। ফলে বাড়তি অর্থ খরচ করে বেসরকারি মালিকানায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে হত। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত চার্জও দিতে হত ব্যবসায়ীদের। ফলে বাজারেও পেঁয়াজের দাম ঊর্ধ্বমুখী হত। এদিকে সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই রাজ্যের তরফে জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ছোট ও মাঝারি চাষিদের যাতে পেঁয়াজ রাখার সুযোগ দেওয়া যায় সংরক্ষণাগারে।

এদিকে নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্যের ৫ জেলায় পেঁয়াজ সংরক্ষণের জন্য বড় ৮টি বড় সংরক্ষণাগার তৈরি করছে রাজ্য। জানা যাচ্ছে, এগুলির কাজ প্রায় শেষের পথে। ১৫ মার্চের মধ্যেই এগুলি চালু হয়ে যাবে। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ও কালনা, হুগলির বলাগড় ও আদিসপ্তগ্রাম, মুর্শিদবাদের নওয়াদা ও সাগরদিঘি, নদিয়ার হাঁসখালি এবং মালদার গাজোলে তৈরি করা হচ্ছে এই বড় সংরক্ষণাগার। এগুলির একেকটিতে ৪০ টন পেঁয়াজ রাখা যাবে। এছাড়াও দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদবাদ, মালদা, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও বাঁকুড়াতে মোট ৯১৭টি ছোট সংরক্ষণাগার তৈরি করা হচ্ছে। এগুলির প্রতিটিতে ৯ টন করে পেঁয়াজ রাখা যাবে। সম্প্রতি উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায় জানিয়েছেন, এবার রাজ্যে পেঁয়াজের উৎপাদন ৭ লক্ষ টনেরও বেশি হতে চলেছে। গতবছর উৎপাদন হয়েছিল সাড়ে ৬ লক্ষ টন। অনুকূল আবহাওয়াই রাজ্যে পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলেও জানিয়েছেন চাষি ও কৃষি বিশেষজ্ঞরা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এতদিন বেসরকারি মালিকানায় পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা হত। আর এই সংরক্ষণের জন্য ভর্তুকিও দেওয়া হত রাজ্যের তরফ থেকে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়। এরই পাশাপাশি বাংলার প্রয়োজন না মিটিয়ে বাইরে পেঁয়াজ রপ্তানি না করার ব্যাপারেও নেওয়া হয় কড়া ব্যবস্থা। এই দুইয়ে মিলে পেঁয়াজে যোগান বাড়ে রাজ্যে। আপাতত পেঁয়াজ উৎপাদনে রাজ্যের যা স্থিতি তাতে ভিন রাজ্য থেকে পেঁয়াজ আমদানির উপর আর নির্ভর করে থাকতে হবে না বাংলাকে। অর্থাৎ, আর ভিন রাজ্যের খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করবে না দরদাম। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাজারে পেঁয়াজের দাম লক্ষণীয় ভাবে কমবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বঙ্গে বিজেপি ও সংঘের মধ্যে যোগসূত্র দৃঢ় করতে শুরু সমন্বয় বৈঠকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়েছে স্যাফ্রন ব্রিগেডেও। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফলের জন্য সমন্বয় বাড়াতে এবার বৈঠকে বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস। আর এই সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে শনিবার থেকে শুরু হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ পূর্ব ক্ষেত্রের সমন্বয় বৈঠক। শনি ও রবিবার দু'দিন চলবে এই বৈঠক।

শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ হাওড়ার উলুবেড়িয়া তাঁতিবেড়িয়ার সারদা শিশু মন্দিরে শুরু হয়েছে এই বৈঠক। সূত্রের খবর, সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবতের ১১ দিনের বঙ্গ সফরে এই সমন্বয় বৈঠক হওয়া নিয়ে পরিকল্পনা হয়। এরপরই এই বৈঠকের সিদ্ধান্ত, যা শুরু হয় শনিবার থেকে।

স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর, এদিনের এই বৈঠকে সংঘের মনোভাবাপন্ন ৫৭টি সংগঠনের নেতৃত্ব উপস্থিত হন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ওড়িশা, সিকিম, আন্দামান নিকোবর থেকে এসেও এই বৈঠকে অংশ নিয়েছেন সংঘের নেতৃত্ব। এই তালিকায় রয়েছেন সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, অমিতাভ চক্রবর্তী, সতীশ ধন্দ, অমিত মালব্য, অগ্নিমিত্রা পল, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ সহ বঙ্গ বিজেপির প্রথম সারির নেতৃত্বও। বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেডের দাবি, এত বৃহৎভাবে সমন্বয় বৈঠক ২০১১ সালের পরে এই প্রথম হচ্ছে। গত ১০-১২ বছরে দু-একবার এই বৈঠক হওয়া নিয়ে চর্চা হলেও শেষ পর্যন্ত তা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

সূত্রে খবর, এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। সেই সঙ্গে আগামিদিনে কী কী কর্মসূচি করা যায়, কীভাবে এগোলে ভালো হয়, কোন কোন বিষয় নিয়ে কর্মসূচি নেওয়া যায়, এইসব নিয়ে আলোচনা চর্চা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর পাশাপাশি এ সম্ভাবনাও রয়েছে, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কোন পথে এগোনো যায়, তা নিয়েও একে অপরের সঙ্গে কথা বলা। ছাব্বিশের নির্বাচনে হিন্দুত্বের উপর ভর করেই যে ভোট বৈতরণী পার হতে চায় বিজেপি, ইতিমধ্যেই সেই মনোভাব স্পষ্ট বঙ্গ বিজেপির সমস্ত পর্যায়ের নেতৃত্বের। এই আবহে আরএসএস আর বিজেপির মধ্যে যাতে আরও সমন্বয় বাড়ানো যায়, বোঝাপড়া আরও ভালো করা যায় তার গাঁটবন্ধন হবে এই বৈঠক থেকেই। এদিকে বিজেপি ও আরএসএসের এই সমন্বয় বৈঠক নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, দিল্লির নির্বাচনের মতো বাংলার ভোটেও সক্রিয় হতে পারে আরএসএস। দিল্লি নির্বাচনের আগে জনমতকে এক জায়গায় আনতে আসরে নেমেছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। দিল্লিকে আটটি বিভাগে ভাগ করে প্রচারে নেমেছিল। বাংলার ভোটে সেই 'দিল্লি মডেল' দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে।

দাম বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের, অস্বস্তিতে মধ্যবিত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মার্চ মাসের শুরুতেই দাম বাড়ল বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের। তবে গৃহস্থের ঘরে ব্যবহৃত ১৪ কেজির গ্যাসের দামে কোনও বদল হয়নি। এদিকে গত মাস অর্থাৎ ১ ফেব্রুয়ারি বাজেটের আগেই এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। এর ঠিক উল্টো ছবি ধরা পড়ল নয়া মাস শুরু হতে না হতেই। এক ধাক্কায় ৬ টাকা দাম বাড়াল সংস্থাগুলি। ১লা মার্চ থেকেই বর্ধিত এই দাম কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, গত মাস অর্থাৎ ১ ফেব্রুয়ারিতে তেল সংস্থাগুলি বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৭ টাকা কমিয়েছিল। আগামী অর্থবছরের জন্য গত মাসে বাজেট পেশ করেন নির্মলা সীতারমণ। তার আগেই গ্যাসের দাম কমানোর ঘোষণা করা হয়। শনিবারের গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির জেরে কলকাতায় ১৯ কেজি বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বেড়ে হল ১৯১৩ টাকা। গত মাস অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতে এর দাম ছিল ১৯০৭ টাকা। মুম্বইতে এর দাম হয়েছে ১৭৫৫.৫০ টাকা, যেখানে ফেব্রুয়ারিতে দাম ছিল ১৭৪৯.৫০ টাকা এবং জানুয়ারিতে দেশের এই মেট্রো শহরে দাম ছিল ১৭৫৬ টাকা। অন্যান্য মেট্রো শহরেও একই ভাবে দাম বেড়েছে। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতেই ১৪ কেজির রান্নার গ্যাস ব্যবহৃত হয়। সেই দামে এবারও কোনও বদল হয়নি। দিল্লিতে ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম ৮০৩ টাকা, কলকাতায় দাম ৮২৯ টাকা , মুম্বইতে ৮০২.৫০ টাকা এবং চেন্নাইতে ৮১৮.৫০ টাকা।

আদালতে ব্যবসায়ী বিপ্লব সিংকে জেরার অনুমতি পেল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ধৃত ব্যবসায়ী বিপ্লব সিংকে জেরা করতে চায় সিবিআই। সূত্রে খবর, শনিবার আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে এই আবেদন জানায় তারা। এরপরই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই আবেদন মঞ্জুরও করে আদালত। সিবিআই সূত্রে খবর, আগামী ৪ ও ৫ মার্চ জেলে গিয়ে বিপ্লব সিংকে জেরা করবেন সিবিআই আধিকারিকরা। সূত্রে খবর, আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় চার্জ গঠন নিয়ে শনিবার আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে শুনানি ছিল। সেই শুনানিতে সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয়, তদন্তে তাদের হাতে কিছু নতুন তথ্য এসেছে। সেই তথ্য যাচাইয়ের জন্য সংশোধনাগারে গিয়ে ধৃত বিপ্লব সিংকে জেরার প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত, গত বছরের ৯ অগস্ট আরজি করের সেমিনার হলে তিলোত্তমাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তে নামে সিবিআই। এরপর আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ওই হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর একে একে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। তাঁদের একজন ব্যবসায়ী বিপ্লব সিং। ধৃত এই ব্যবসায়ী সন্দীপ ঘোষের 'ঘনিষ্ঠ' বলেই পরিচিত। এরপর গত বছরের ২৯ নভেম্বর আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আলিপুর বিশেষ সিবিআই আদালতে চার্জশিট জমা করে সিবিআই। এখনও চার্জ গঠন হয়নি। সেই চার্জ গঠন নিয়ে শনিবার শুনানি হয়। সেখানেই নতুন তথ্য হাতে পাওয়ার কথা জানায় সিবিআই। এখন বিপ্লব সিংকে আগামী ৪ ও ৫ মার্চ জেরা করবে তারা। বিপ্লবকে জেরায় সন্দীপদের বিরুদ্ধে জোরালো কোনও তথ্য সামনে আসবে কি না, সেটাই এখন দেখার।

পর্ণশ্রী থেকে উদ্ধার বাবা-মেয়ের ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: পর্ণশ্রী থানা এলাকায় এক অফিস থেকে উদ্ধার হল এক বাবা ও তাঁর মেয়ের ঝুলন্ত দেহ। প্রাথমিক তদন্তে আত্মহত্যার সম্ভাবনা মনে করলেও পুলিশ খতিয়ে দেখছে অন্য কোনও কারণ আছে কি না। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহেশতলা থানার নুঙ্গিতে বাড়ি ব্যবসায়ী স্বজন দাসের। শুক্রবার দুপুরে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোন ওই ব্যক্তি। কিন্তু সন্ধ্যার পরেও তাঁরা বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে পরিবার। খোঁজাখুঁজির পর জানা যায় পর্ণশ্রীতে তাঁর নিজের অফিসে মিলেছে দু'জনের ঝুলন্ত দেহ।

পুলিশ সূত্রে এ খবরও মিলেছে যে, মৃত শিশুকন্যার নাম সৃজা। তিনি অটিজম আক্রান্ত ছিলেন। পরিবার সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। বেঙ্গালুরু-সহ রাজ্যের বাইরেও তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা-মা। মানসিক অবসাদ থেকেই কি এই মর্মান্তিক পরিণতি, নাকি ব্যবসায়িক কোনও সমস্যার কারণে বাবা-মেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন তা নিয়ে তদন্তে পুলিশ।

বসন্তের আবহেই দাপট শুরু গ্রীষ্মের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গরমের অনুভূতি ক্রমেই অনুভূত হতে শুরু করেছে রাজ্যে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, শনিবার থেকে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। আগামী কয়েক দিনে পারদ ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে।

ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগ্রাফ দেখেই ইঙ্গিতটা ধীরে ধীরে মিলতে শুরু করেছিল। সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পাশাপাশি সর্বোচ্চ তাপমাত্রারও বৃদ্ধি ঘটবে। ফলে গরমের অস্বস্তি আরও বাড়তে পারে। বসন্তের আবহাওয়া ধীরে ধীরে চৈত্রের গরমের রূপ নিচ্ছে।

কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গে ইতিমধ্যেই রোদের তাপ অনুভূত হচ্ছে। বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকায় গ্রীষ্মের মতো অস্বস্তি না থাকলেও ধীরে ধীরে গরমের প্রকোপ বাড়বে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা বলছেন, মার্চেই বাংলায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলতে পারে তাপমাত্রা। এ মাসেই থাবা বসাতে পারে তাপপ্রবাহ। এ বারও তাপপ্রবাহের দৌরাত্ম্য বেশি হওয়ার আশঙ্কা পশ্চিমের জেলাগুলিতেই।

অন্যদিকে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবের পূর্বাভাস রয়েছে এবং অসমের উপর একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্তের অবস্থান রয়েছে। তবে, দক্ষিণবঙ্গে এর বিশেষ প্রভাব না থাকায় আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অবশ্য আবহাওয়ার চরিত্র কিছুটা ভিন্ন। শনিবারেও সেখানে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে, তবে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হতে পারে। শনিবারের পর থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে শুরু করবে, ফলে সেখানে তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় সামান্য কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ ৯৬ শতাংশ ও সর্বনিম্ন ৪৫ শতাংশ ছিল। শনিবারের আবহাওয়া মূলত আংশিক মেঘলা থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভিএলটিডি-র গেরোয় বেসরকারি বাস মালিকেরা, মিলছে না সিএফ

শুভাশিস বিশ্বাস

সোমবার থেকে শুরু হতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিকের পর জীবনের আরও এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, যেখান থেকে পড়ুয়াদের ভবিষ্যত জীবনের পথচলা শুরু বললে ভুল হবে না। এই পরীক্ষায় যাতে কোনও ধরনের সমস্যার মধ্যে এই পরীক্ষার্থীরা না পড়েন তা মনেপ্রাণে চান বেসরকারি বাস মালিকরা। এদিকে বাস্তব ছবিটা বড়ই ভিন্ন। রাজ্যজুড়ে বসে বহু বাস। এই ছবিটা কলকাতা থেকে আরও বেশি ভয়াবহ বিভিন্ন জেলায়। সমস্যার উৎস ভিএলটিডি অর্থাৎ, ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইস। আদালতের নির্দেশের পর এই রাজ্যের বহু বাসে লাগানো হয় ভিএলটিডি। এদিকে যে সব কোম্পানি এই ডিভাইস লাগিয়েছে তাদের খোঁজ মিলছে না বলেই জানাচ্ছেন বেসরকারি বাস মালিকেরা। আর এই সব কোম্পানির হাতেই এই ডিভাইসের চাবিকাঠি অর্থাৎ কোড। এই কোড একমাত্র অ্যাক্টিভ করতে পারেন ডিভাইস লাগানো সংশ্লিষ্ট কোম্পানি-ই। ফলে ভালো অঙ্কের টাকা খরচ করে ওই ডিভাইস লাগানোর পরও তা অকেজো হয়েই বসে। এদিকে আদালতের নির্দেশ, এই ভিএলডিটি লাগানো না থাকলে কোনও বাসের সিএফ অর্থাৎ সার্টিফিকেট অফ ফিটনেস দেওয়া হবে না। আর এই সিএফ না মিললে রাস্তায় নামানো সম্ভব হচ্ছে না বহু বেসরকারি বাসকে। আর সেই কারণেই রাজ্যের কাছে বেসরকারি বাস মালিকদের অনুরোধ, দ্রুত তলব করা হোক এই সব কোম্পানিকে যাদের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল এই ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইস।

বেসরকারি বাসের এই সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'বাসের সিএফ পাওয়ার জন্য আদালতের নির্দেশে তড়িঘড়ি বহু বাসে লাগানো হয়েছিল এই ভিএলটিডি। আদালত থেকে নির্দেশ আসার পরই বিভিন্ন রাজ্য থেকে বেশ কিছু সংস্থা এই ডিভাইস লাগানোর দায়িত্ব নিতে আসেন পশ্চিমবঙ্গে। তাদের হাতে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণও করা হয় রাজ্যের তরফ থেকে। ডিভাইস লাগিয়ে বড় অংশের টাকা নিয়ে এই সংস্থাগুলো যেন ভোজবাজির মতো উবে যায় বাজার থেকে। ফলে ডিভাইস লাগানোর পর তা অ্যাক্টিভেট করতে যে কোড পাওয়ার কথা তা পাচ্ছেন না বেসরকারি বাস মালিকেরা।' সমস্যার এখানেই শেষ নয়। এই সব সংস্থার বেশির ভাগেরই অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া যে সব সংস্থার খোঁজ যাও পাওয়া যাচ্ছে, তাদের ফোন করলে কোনও সাড়া মিলছে না। এরপর বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলির তরফ থেকে রাজ্যের কাছে আর্জি জানানো হয়, এই সব সংস্থাগুলিকে তলব করার। কারণ, সংস্থাগুলির সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য রয়েছে রাজ্য সরকারের কাছেই। এই ঘটনায় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানোর পরও কোনও সদর্থক পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে না রাজ্য সরকারকে, এমনটাই অভিযোগ বেসরকারি বাস মালিকদের। সব মিলিয়ে বিরাট সংখ্যক বেসরকারি বাসের সিএফ পাওয়া নিয়ে অন্ধকারে বাস মালিকেরা। এমন এক অবস্থা চলতে থাকলে উচ্চ মাধ্যমিকের সময় বাস পাওয়া নিয়ে পরীক্ষার্থীরাও বড় সমস্যায় পরতে পারেন বলেই আশঙ্কা করছেন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক। কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে এই সমস্যা বিরাট আকার নেয় না কারণ, সড়ক পরিবহণে আরও বেশ কয়েকটি বিকল্প সাধারণ মানুষের কাছে আছে। রয়েছে মেট্রো বা সরকারি বাস। শুধু তাই নয়, শহরের যে সব মানুষের অর্থের প্রাচুর্য রয়েছে তাঁরা প্রয়োজনে ট্যাক্সি বা অ্যাপ ক্যাব বুক করতে পারেন। এই সুযোগ বা সুবিধা জেলাগুলোতে নেই। সেখানে সাধারণ মানুষের সড়ক পরিবহণে একমাত্র ভরসা বেসরকারি বাসই। আর সেই কারণেই রাজ্য সরকারের কাছে তাঁর অনুরোধ, পরীক্ষার্থীদের মুখের দিকে তাকিয়ে সার্টিফিকেট অফ ফিটনেস দেওয়া হোক বাসগুলোকে।

ব্যারাকপুরে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল কুখ্যাত হান্নান গাজীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : গ্যারেজ বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল কুখ্যাত দুষ্কৃতী হান্নান গাজীর। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর পুরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত কালিয়া নিবাস শিশু তীর্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে। তাঁর বাড়ি নোয়াপাড়া থানার পলতার শ্রীপল্লী এলাকায়। মৃতার সঙ্গী যুবক অভিষেক নন্দী জানান, রাতে গ্যারেজ বন্ধ করে দু'জনে পায়ে হেঁটে তাঁরা বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। দুজনে একটু আগে পিছে করে হাঁটছিল। অভিষেকের অভিযোগ, বাড়ির সন্নিকটে পিছন থেকে দ্রুতবেগে আসা একটি সাদা রঙের চারচাকা গাড়ি ওনাকে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় উনি রাস্তায় ছিটকে পড়েন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ছুটে এসে তাঁকে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। তাঁর দাবি, পরিকল্পনামাফিক ওনাকে গাড়ি দিয়ে ধাক্কা মারা হয়েছে। বেপরোয়াভাবে ধাক্কা দিলে দু'জনকেই গাড়িটি ধাক্কা মারত। কিন্তু সেটা তো হয়নি। এটি দুর্ঘটনা নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা মেরে ওই যুবককে খুন করা হয়েছে, টিটাগড় থানার পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনা ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দাবি, হান্নান গাজী এলাকায় তোলাবাজি করত এবং মাদক বিক্রি করত। জোর করে অন্যের জায়গা দখল করত। ওঁর উৎপাতে এলাকার লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তাঁর কটাক্ষ, দুষ্কৃতীরাই তো এখন তৃণমূলের সম্পদ। তাঁর অনুমান, ঘোষপাড়া রোডের ওপর পলতায় 'জেনেক্স টাওয়ার' প্রকল্পের কাজ বহুদিন বন্ধ ছিল। ওই প্রকল্পের কাজ আবার শুরু হয়েছে। ওই প্রকল্প নিয়ে আরেক তোলাবাজ কাউন্সিলরের সঙ্গে হান্নান গাজীর গণ্ডগোল চলছিল। সেই গণ্ডগোলের জেরে এই ঘটনা ঘটতে পারে।

সম্পাদকীয়

ট্রাম্প বলছেন, তিনি এখন নিজের দেশ নিয়েই ভাববেন

২০১৫ সালের প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে ১.৫ সেলসিয়াসের মধ্যে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের আবহাওয়া সংস্থা ডব্লিউএমও-র মতে, এখনকার তাপমাত্রার বৃদ্ধি সেই লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, দু'টি গবেষণা সংস্থা ওয়ার্ল্ড ওয়েদার অ্যাট্রিবিউশন এবং ক্লাইমেট সেন্ট্রাল-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, গত বছর বিশ্ব জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গড়ে অতিরিক্ত ৪১ দিনের আবহাওয়া ছিল বিপজ্জনক ভাবে তপ্ত। একই বিশ্লেষণ দেখিয়েছে কী ভাবে ওই বছরই দাবদাহ ছোট ছোট দ্বীপ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দগ্ধ করেছিল। অন্য দিকে, অতিবৃষ্টি এবং বিধ্বংসী বন্যায় ভেসে গিয়েছিল কত শহর। ব্রাজ়িল, চিন, সার্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও জার্মানি-সহ অনেকে ২০২৪ সালকেই উষ্ণতম বলে আখ্যা দিয়েছে। এই চুক্তিতে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে উন্নত দেশগুলির পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছিল, যাতে তাদের অর্থনীতি পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু উন্নত দেশগুলি তাদের সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, আমেরিকার মতো উন্নত দেশ এই চুক্তি থেকে সরে এসেছে। অথচ, পরিবেশে কার্বন ছড়ানোর ক্ষেত্রে আমেরিকার স্থান একেবারে উপরের দিকে। প্যারিস চুক্তিতে অনেক ইতিবাচক সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু দূষণ রোধে কড়া পদক্ষেপের অভাব, চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলির আর্থিক বাধ্যবাধকতার মতো বিষয় এই চুক্তিকে ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। গত বছর আজাবাইজানের বাকু-তে রাষ্ট্রপুঞ্জের ২৯তম জলবায়ু সম্মেলনে পরিবেশ দূষণ রোধে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একটি হিসাব অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যদি কার্বন নির্গমন বন্ধ করে পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হতে হয়, তা হলে বছরে ২ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে। উন্নত দেশগুলির সাহায্য ছাড়া এটা সম্ভব নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প ডিগবাজি খেয়ে বলছেন, তিনি এখন নিজের দেশ নিয়েই ভাববেন। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের তাপ থেকে তাঁর দেশ কি বাঁচতে পারবে?

শব্দবাণ-২০৭

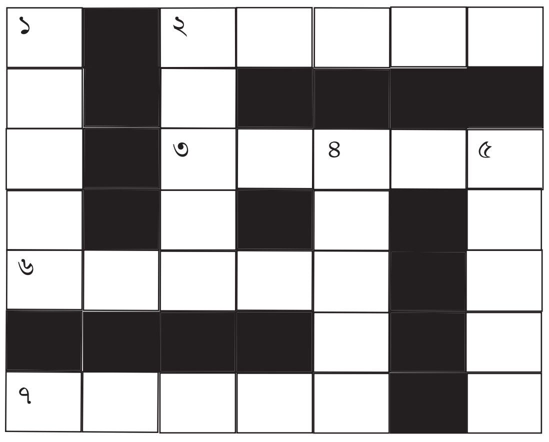

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. আহার, ভক্ষণ ৩. জোরে, সবলে ৬. পুলিশ কমিশনার ৭. পাশাপাশি ধ্বনির এক ধ্বনিতে পরিবর্তন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. গা ঢাকা দেওয়া ২. অস্ত্রসংবরণ ৪. ভাবী ঘটনাদির চিহ্ন, সূচনা ৫. দপ্তরের প্রধান, নিয়ামক।

সমাধান: শব্দবাণ-২০৬

পাশাপাশি: ১.পাথর ২. নৈষধ ৫. কৌশিক ৮. ঠিকানা ৯. অভাগা।

উপর-নীচ: ১. পাতশা ৩. ধমক ৪. আশিষ ৬. তেকাঠি ৭. জায়গা।

জন্মদিন

আজকের দিন

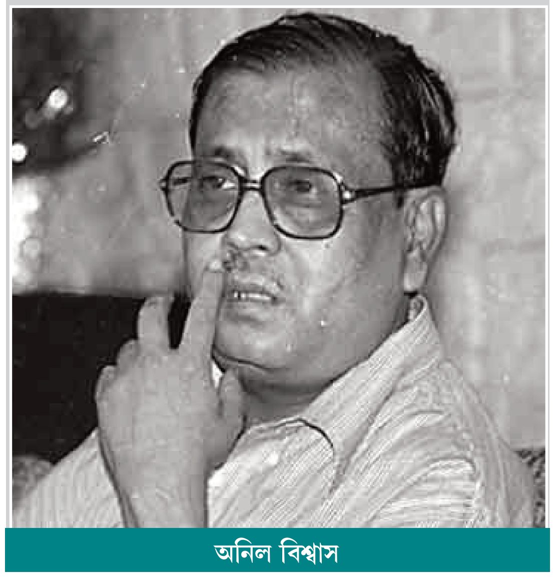

অনিল বিশ্বাস

১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পি কে বাসুদেবন নায়ারের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট বাম রাজনীতিবিদ অনিল বিশ্বাসের জন্মদিন।*
১৯৮৬ *বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় ডিভজি শরণের জন্মদিন।*

দেরিতে জাতীয় কবির স্বীকৃতি দিয়েও বাংলাদেশ নজরুলের স্বদেশ হতে পারেনি

স্বপনকুমার মণ্ডল

আদর্শ মেনে না চলায় স্বীকৃতিই অস্বীকৃতির কারণ হয়ে ওঠে । বর্তমান বাংলাদেশের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তির নৃশংসতার মধ্যেই কাজি নজরুল ইসলামের অস্তিত্ব গৌরবান্বিত হওয়ার অবকাশ পেলেও তা অচিরেই অস্তিত্ব সংকটের কারণ হয়ে ওঠে । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অবশেষে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে কাজি নজরুল ইসলামকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে । ২০২৪-এ'ই তাঁর ১২৫ বছর পূর্তি সম্পন্ন হয়। দেরিতে হলেও 'better late than never'-এ তা জরুরি ছিল। অবশ্য নতুন বছরের সূচনায় বিদ্রোহী কবির এই স্বীকৃতি স্বাভাবিক ভাবে বেমানান মনে হয়। যে কবির বিদ্রোহী পরিচিতিতেই ছিল বৈষম্যপীড়িত সমাজের সমস্ত ধরনের অসাম্য দূর করার বার্তা, শোষিত-শাসিত মানুষের পাশে থাকার মানবিক দায়বদ্ধতা নিবিড় হয়ে ওঠে,তাঁর সেই আদর্শই আজ সে দেশে অমান্যে,অস্বীকৃতিতে ভূলুণ্ঠিত মনে হয় । তাঁর কবি-পরিচিতিতেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আলোকদিশারি জেগে ওঠে, সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সাম্যবাদী কবিকণ্ঠের পরিচয় মেলে। সেখানে ২০২৪-এর ৫ আগস্টে বাংলাদেশের পরিকল্পিত গণ অভ্যুত্থানের ফলে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেই মৌলবাদীদের উত্থানে ভয়ঙ্কর ধর্মীয় বিদ্বেষ নিধনযজ্ঞে পরিণত হয় । সেখানে সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী শক্তি বাংলার মানুষের মানবিক অস্তিত্বকেই নতুন করে বিপন্ন করে তোলে । সাতচল্লিশের দেশভাগ থেকে একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর এ বছর সে দেশের নতুন করে স্বাধীনতা লাভের আয়োজনের নেপথ্যেই ছিল মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তারের ভয়ঙ্কর আয়োজন । সেখানে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে ধর্মীয় বিদ্বেষের শিকারে সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যখন হিন্দুশূন্য মৌলবাদীদের নতুন দেশ গড়ে তোলার খবর দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন কাজী নজরুল ইসলামকে সে দেশের জাতীয় কবির রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করার বিষয়টি আপনাতেই অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে । যেখানে সে দেশে কাজী নজরুলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা অত্যন্ত জরুরি ছিল, সেখানে তাঁর আদর্শকেই অস্বীকার করে তাঁকে জাতীয় কবির স্বীকৃতি প্রদানে রাষ্ট্রীয় মুখকে অসাম্প্রদায়িক বিজ্ঞাপনে উজ্জ্বল করার ব্যর্থ প্রয়াস আরও রহস্যময় মনে হয় । কেননা নজরুলের অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতি তাঁর বিদ্রোহী পরিচিতিতেই সামনে চলে আসে। তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাই তাঁকে বাঙালির আপনজন করে তুলেছে । দুই বাংলাতেই তাঁর সমান সমাদর । কোনও মৌলবাদী দেশ তাঁকে আপন করতে পারে না। ফলে তাঁকে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে নয়, তাঁর অসাম্প্রদায়িক আদর্শে সম্প্রীতি ফেরানোতেই তাঁকে যথার্থ সম্মান জানানো হবে। সেই বাংলাদেশেই কাজী নজরুল ইসলামের অসাম্প্রদায়িক পরিচিতিকে যিনি তুলে ধরে অসাধারণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তিনি বাংলাদেশেরই ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে ওঠা একজন আন্তর্জাতিক মনের মানুষ তথা লন্ডন প্রবাসী স্বনামধন্য গবেষক ও প্রখ্যত লেখক গোলাম মুরশিদ (১৮৫১-২০২৪)। গতবছর মৌলবাদীদের হাতে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের মধ্যেই ২২ আগস্ট তাঁর প্রয়াণ ঘটে। তিনি জীবনের শেষ পর্বে এসে কাজী নজরুল ইসলামকে নতুন করে অসাম্প্রদায়িক মানবিক জীবনের পরিচয়কে নিবিড় করে তুলে ধরেছেন ।এটিই ছিল তাঁর গবেষণার শেষ সোনালি ফসল । শুধু তাই নয়, তার জন্য শেষের দিকে জ্বলে ওঠার মতোই তাঁর বিভূতি ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর নজরুল জীবনী 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত'(২০১৮)। এই অসাধারণ জীবনী বইটির জন্যই তাঁর নাম ২০২৩ তথা ১৪২৯-এর আনন্দ পুরস্কারের জন্য আরও তিন জনের (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার ও সুব্রত চট্টোপাধ্যায়) বিবেচিত হয়েছিল । সেই পুরস্কার তাঁর না জুটলেও বইটির সমাদরের সূত্রে তাঁর পরিচিতি নতুন করে চর্চার অবকাশ লাভ করে । অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীর পর কাজি নজরুল ইসলামের জীবনী লেখার বিষয়ে তাঁর লক্ষ্যভেদী প্রয়াসের মধ্যে তাঁর প্রগাঢ় ইতিহাসচেতনা ও উদ্ভাবনী গবেষণার পরিচয় সমুজ্জ্বল । বাঙালিমানসে উনিশ শতকে মধুসূদনের মতো বিশ শতকে নজরুলের প্রভাব অনস্বীকার্য । সেখানে প্রথম জনের বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী বিদ্রোহী প্রভাব যেভাবে নবদিগন্তের সূচনা করেছিল, পরের জনের মানবিক বিদ্রোহের প্রভাব সমাজ-সাহিত্য, ধর্ম-রাজনীতি থেকে সমাজের সাধারণ স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে । এজন্য গোলাম মুরশিদ নজরুলের আলোচনাতেও মধুসূদনের ফিরে গিয়েছেন এবং দুজনের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয়ের ঐক্য লক্ষ করেছেন । 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি'র মধ্যেই তা প্রতীয়মান । তাঁর কথায় 'কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে দেশ, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদিও সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। এতে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেছিলেন নজরুল ইসলাম । তারও আগে বাংলা সাহিত্যের আসরে বিদ্রোহের জোরালো বাণী শুনিয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। থীম এবং আঙ্গিকের দিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত এবং পুরোনো সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙে ফেলেছিলেন । সে জন্য বাংলা সাহিত্যে তাঁর চেয়ে বড়ো বিদ্রোহী আর কেউ নেই। কিন্তু নজরুল ইসলাম অন্য ধরনের বিদ্রোহ করলেন । তিনি ধর্ম, রাজনীতি, সরকার, সমাজ---যা কিছু ব্যক্তির মানবিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে---তাকে ভেঙে তছনছ করার আহ্বান জানালেন ।'স্বাভাবিক ভাবেই মাইকেল মধুসূদনের জীবনীর মতো নজরুলের জীবনীর প্রতি গোলাম মুরশিদের দৃষ্টিনিবদ্ধ হয়েছিল । বিশেষ করে মধুসূদনের বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলার জীবনের বিপরীতে নজরুলের দীনহীনের প্রান্তিক জীবনের উত্তরণ কম বিস্ময়কর নয়। বরং অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক, আরও বেশি রোমাঞ্চকর ঘটনাবহুল । অথচ নজরুলের জীবনীগুলোতে তথ্যের রহস্যভেদ করে তাঁর সেই উত্তরণের ছবি দুর্বোধ্য থেকে যায় । গোলাম মুরশিদের আগে নজরুলের জন্মের শতবর্ষের পরিসরে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে অরুণকুমার বসু 'নজরুল-জীবনী'(২০০০) প্রকাশিত হয় । সেখানেও জীবনীকার নজরুলের জীবনের রহস্যভেদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, 'জন্মশতবর্ষে সত্যের অনাবৃত প্রকাশই প্রত্যাশিত।' সেই 'প্রত্যাশা'র মধ্যে যে নজরুলের জীবনের অনেক তথ্যই অজানা থেকে গেছে, তা সহজেই অনুমেয় । সেক্ষেত্রে গোলাম মুরশিদের নজরুল জীবনী রচনার দুরূহ পথের পথিক হয়ে ওঠাটা ছিল সময়ের অপেক্ষামাত্র ।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার দিকে গোলাম মুরশিদের দৃষ্টি সক্রিয় হয়ে ওঠে । সেখানে মধুসূদনের মতো নজরুলের সাহিত্যেও আত্মজৈবনিক পরিসর ক্রমশ বিস্তার লাভ করে । সৃষ্টির অলৌকিক প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে এসে নজরুলের অসাধারণ প্রতিভার যোগসূত্রকে সময়ের ফসলে কীভাবে তাঁর বনেদি আভিজাত্য গড়ে উঠেছে, সে-বিষয়ে গোলাম মুরশিদ স্বাভাবিক ভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এছাড়া ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত নতুন তথ্যের আলোকে তাঁর নজরুল জীবনীকে আরও বেশি বস্তুনিষ্ঠ করায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন । সেক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার জন্য যে জীবনীকারের নিরাসক্ত ও মুক্ত মন জরুরি, সে-বিষয়ে তাঁর আত্মসচেতনতাও শেষে বেরিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে । শুধু তাই নয়, জীবনীটিতে কোনওভাবেই যাতে বীরত্বব্যঞ্জক বা অতিরঞ্জিত প্রভাবের লেশ না পড়ে, সেদিকেও তাঁর নির্মোহ প্রকৃতি প্রথম থেকেই সবুজ হয়ে উঠেছে। গোলাম মুরশিদের 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' বইটিতে দশটি অধ্যায়('জন্ম, পরিবার পরিবেশ', 'হাবিলদারের বিদ্রোহ', 'ক্ষণিকের ধূমকেতু, চিরদিনের আশা(লতা)', ঘর বাঁধার পথে', 'রাজনীতির চোরাবালিতে', 'রণক্লান্ত', 'স্বপ্ন ও বাস্তবতা', স্বেচ্ছানির্বাসন, 'আধ্যাত্মিকার পথে', 'নীরব কবি !' বর্তমান। সেখানে নজরুলের জীবনের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে তাঁর তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠতার প্রতি জীবনীকারের সজাগ দৃষ্টিই জীবনীটিকে বস্তুনিষ্ঠ করায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাতে নজরুলের কৃতিত্ব বা মহত্বকে নিবিড় করার চেয়ে তাঁর ব্যর্থতা ও অপারগতার সঙ্গে উত্তরণের সোপানে রক্তমাংসের মানুষের পরিচয়কে তুলে ধরার প্রয়াস বর্তমান।

সবদিক থেকেই প্রান্তিক পরিসর থেকে দুখু মিঞা থেকে কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে ওঠাটা রহস্যাবৃত ও বিস্ময়কর । সেদিক থেকে নজরুলের জীবনের উত্তরণ স্বাভাবিক ভাবেই জীবনীকার কাছে যেমন অজানা খনির পরশমণি হয়ে ওঠে, তেমনই তাঁর জীবনীতে জনশ্রুতি, গালগল্প, কিংবদন্তি থেকে বীরপূজামূলক বানানো- ফেনানো- রাঙানো শোনাকথানির্ভর লোকরঞ্জন উপাদান ভর করে । সেই ভারে নজরুলের রক্তমাংসের সজীবতা চাপা পড়ে যায়, জেগে ওঠে তাঁর অসাধারণ মূর্তি থেকে প্রতিমা। সেখানে স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক ভাবমূর্তির অভাব অত্যন্ত প্রকট। সেখানে তথ্যের অপ্রতুলতাসময়ান্তরে কমে আসে ঠিকই, কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় থেকে যায় মেঘে ঢাকা তারায় । সেদিক থেকে নজরুলের জীবনী লেখার সময় গোলাম মুরশিদ তাঁর জীবনের আলোতেই জীবনী লেখায় সক্রিয় হয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের জীবনী লেখার মধ্যে তাঁর আত্মজৈবনিক সৃষ্টির ধারার মতোই নজরুলের জীবনের উত্তরণের সোপানে মনোনিবেশ করেছেন । নজরুল জীবনী লেখার সময় তিনি যে-কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছিলেন, বইটি সম্পর্কে তা অকপটে ব্যক্ত করে তাঁর লক্ষ্য স্পষ্ট করে তুলেছেন । প্রথমেই তাঁর লক্ষ্য ছিল দীনহীন অসহায়তার মধ্যেও প্রতিকূলতা জয় করে কী করে নজরুল অতবড় একজন কবি সঙ্গীতকার হলেন, সে-বিষয়ে আলোকপাত করা । ব্যর্থতার সোপানেই সাফল্যের দিশায় জীবনীর আবেদন আপনাতেই প্রকাশমুখর হয়ে ওঠে। সেখানে গোলাম মুরশিদের লক্ষ্যভেদী অর্জুনের ছায়া ক্রমশ কায়া লাভ করে । অন্যদিকে নজরুল পলটনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কলকাতায় ফিরে আসার এক বছর নয় মাস পরে কী করে 'বিদ্রোহী' লিখলেন, সে-বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লণ্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত 'বেঙ্গলি' পত্রিকা থেকে ১৯১৬-১৯১৮ কালপর্বে প্রকাশিত শপাঁচেক নামের মধ্যে থেকে সৈনিক নজরুলের হদিশ দিয়েছেন গোলাম মুরশিদ । তৃতীয়ত, তিনি নজরুলের আপাতবিরোধী ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনও ঐক্যসূত্র আছে কিনা তার হদিশ দিতে চেয়েছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুলের লেখায় তাঁর অসম্প্রদায়িক প্রকৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কেউই তাঁকে মেনে নিতে পারেনি। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে দুই দিক থেকেই বিরূপ সমালোচনা নেমে আসে । আবার ধর্মীয় আধারে তীব্র সমালোচিত নজরুলকেই দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে গ্রহণে-বর্জনে মুসলিম সমাজই আপন করে নিয়েছে । তিনি যে ধর্মীয় পরিচয়ের উর্ধ্বে মানবতাবাদী একজন মানুষ, সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গোলাম মুরশিদ ।

অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলার দিকে গোলাম মুরশিদের দৃষ্টি সক্রিয় হয়ে ওঠে । সেখানে মধুসূদনের মতো নজরুলের সাহিত্যেও আত্মজৈবনিক পরিসর ক্রমশ বিস্তার লাভ করে । সৃষ্টির অলৌকিক প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে এসে নজরুলের অসাধারণ প্রতিভার যোগসূত্রকে সময়ের ফসলে কীভাবে তাঁর বনেদি আভিজাত্য গড়ে উঠেছে, সে-বিষয়ে গোলাম মুরশিদ স্বাভাবিক ভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এছাড়া ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্ত নতুন তথ্যের আলোকে তাঁর নজরুল জীবনীকে আরও বেশি বস্তুনিষ্ট করায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন । সেক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার জন্য যে জীবনীকারের নিরাসক্ত ও মুক্ত মন জরুরি, সে-বিষয়ে তাঁর আত্মসচেতনতাও শেষে বেরিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে । শুধু তাই নয়, জীবনীটিতে কোনওভাবেই যাতে বীরত্বব্যঞ্জক বা অতিরঞ্জিত প্রভাবের লেশ না পড়ে, সেদিকেও তাঁর নির্মোহ প্রকৃতি প্রথম থেকেই সবুজ হয়ে উঠেছে। গোলাম মুরশিদের 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' বইটিতে দশটি অধ্যায়('জন্ম, পরিবার পরিবেশ', 'হাবিলদারের বিদ্রোহ', 'ক্ষণিকের ধূমকেতু, চিরদিনের আশা(লতা)', ঘর বাঁধার পথে', 'রাজনীতির চোরাবালিতে', 'রণক্লান্ত', 'স্বপ্ন ও বাস্তবতা', স্বেচ্ছানির্বাসন, 'আধ্যাত্মিকার পথে', 'নীরব কবি !' বর্তমান। সেখানে নজরুলের জীবনের বিভিন্ন পর্বের মধ্যে তাঁর তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠতার প্রতি জীবনীকারের সজাগ দৃষ্টিই জীবনীটিকে বস্তুনিষ্ঠ করায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাতে নজরুলের কৃতিত্ব বা মহত্বকে নিবিড় করার চেয়ে তাঁর ব্যর্থতা ও অপারগতার সঙ্গে উত্তরণের সোপানে রক্তমাংসের মানুষের পরিচয়কে তুলে ধরার প্রয়াস বর্তমান। সেখানে নজরুলের প্রেমিক সত্তায় অসংখ্য নারীর সম্পর্কের কামগন্ধ নাহি তায় বলে দৈহিক সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়নি, সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবি হিসাবে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ভোটে দাঁড়িয়ে জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার কথাও অকপটে প্রকাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে নতুন তথ্যের ক্ষেত্রেও গোলাম মুরশিদের সদর্থক প্রয়াস লক্ষণীয় । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অরুণকুমার বসু তাঁর নজরুল জীবনীতে নজরুলের আকস্মিক ভাবে অসুস্থ হওয়ার পর বাকি জীবনভর যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছেন, তার নাম জানাতে পারেননি। গোলাম মুরশিদ সে-বিষয়ে 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত নজরুল-জীবনী'তে পরিশিষ্টে স্বতন্ত্র ভাবে তার পরিচয় দিয়েছেন । তাতে দুটি স্বতন্ত্র লেখা বর্তমান। একটি 'প্রমীলার প্রতীক্ষা' এবং অন্যটি 'নজরুলের কী রোগ হয়েছিলো?'। শেষেরটিতে ডাক্তার মহম্মদ নুরুল হকের সিদ্ধান্তকে গ্রহ্ণ করে গোলাম মুরশিদ সেই রোগের নাম জানিয়েছেন 'ডিমনেশিয়া অব লিউয়ী বডিস' (DLB)।

জীবনের পরিচয়ে জীবনীর গুরুত্ব অপরিসীম । সেখানে খ্যাতির আলোয় জীবনের বর্ণরঙিন আলোর পরশ ছড়িয়ে পড়ে, প্রদীপের আলোর নীচে অন্ধকারে জীবনের মূলই অন্তরালে থেকে যায় । তাতে কল্পনার প্রসারিত আলোয় জীবনের আকাঁড়া সত্য কিংবদন্তি ও অতিরঞ্জনের শিকার হয়ে ওঠে । গোলাম মুরশিদ সেই সত্যের আলোতেই নজরুলকে জীবন্ত করতে চেয়েছিলেন । সেক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয়েই নজরুলকে তিনি আবিষ্কার করতে গিয়ে বিতর্কেও জড়িয়েছেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নজরুল জীবনী লেখার জন্য গোলাম মুরশিদ দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করেছেন । ২০১৮-তে বই প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই ২০১২-তেই তিনি সেই বিতর্কে জড়িয়েছেন । ১৬ সেপ্টেম্বরে সেটি প্রকাশ্যে আসে । 'নজরুল ইসলাম একটি আদর্শ জীবনীর খোঁজে' শীর্ষক বক্তৃতায় গোলাম মুরশিদের নজরুল ও তাঁর মা জাহেদা খাতুন ও স্ত্রী প্রমীলার চরিত্র হনন করে ভিত্তিহীন আপত্তিকর ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের অভিযোগে বিচার চেয়েছিলেন নজরুলের নাতনী খিলখিল কাজী। সেক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদনের নিকট আত্মীয়-স্বজন না থাকলেও নজরুলের অনেকেই জীবিত থাকায় গোলাম মুরশিদকে অনেক বেশি সচেতন পদক্ষেপ নিতে হয়েছে । এজন্য নজরুলের জীবনীটির প্রায় প্রতিটি পাতায় তথ্যসূত্রের পাদটীকার উপরে ভিত্তি করে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ নিখাদ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে হয়েছে । এতে জীবনীটি প্রকাশের পর সেই বিতর্ক আর মাথাচাড়া দেয়নি। বইটি প্রকাশের একবছর আগে ২০১৭-তে 'বইয়ের দেশ'-এর সাক্ষাৎকারেই গোলাম মুরশিদ তাঁর নজরুল জীবনীর স্বতন্ত্রতা বিষয়ে স্পষ্ট করে তোলেন 'আমার সার্বিক প্রয়াস কিংবদন্তি বর্জিত এবং নিরাসক্ত একটি নজরুল জীবনী রচনা করার, যার কোথাও বীরপূজার চিহ্নমাত্র থাকবে না । নজরুলের জীবন ঘিরে বহু মিথ, ভিত্তিহীন তথ্য ,কাহিনি মিশে আছে । সেগুলি একে-একে ছাড়িয়ে এগোবে আমার জীবনী।' সেখানে গোলাম মুরশিদের নিরলস গবেষণার সোনালি ফসল হিসেবে তাঁর নজরুল জীবনীটিও তাঁর অসামান্য উপহার । বিশেষ করে বাঙালির প্রশংসা ও নিন্দার বেপরোয়া প্রকৃতিতে নজরুলের মতো আবেগমথিত জনপ্রিয় কবির জীবনী রচনার পর যেভাবে তা সুধীমানসে নীরবতার মান্যতায় গ্রহণ করা হয়েছে, তাতেই গোলাম মুরশিদের অনন্য প্রয়াস প্রতীয়মান। সেক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের মানবিক সত্তার আলোয় তাঁর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা আরও বেশি স্বচ্ছ ও তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে উঠেছে । আর সেখানেই গোলাম মুরশিদের অনন্য কৃতিত্ব আমাদের চোখ খুলে দেয় । সেখানে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্বতী সরকারের জাতীয় কবির স্বীকৃতির চেয়ে সে দেশে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শে বাস্তবায়িত করা জরুরি । আদর্শের মধ্যেই তাঁর আসল স্বীকৃতি আপনাতেই আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। লোকে জানবে বাংলাদেশও কাজী নজরুল ইসলামের দেশ। যে দেশে তাঁর আদর্শকেই অমান্য করা হয়, সেখানে তাঁকে জাতীয় স্বীকৃতিও পরিহাস মনে হয়। জাতীয় কবির স্বীকৃতির সঙ্গে সংখ্যালঘু বাঙালি হিন্দুদের নির্বিচারে নিরন্তর ধ্বংস করার আয়োজন দুটো একসঙ্গে চলতে পারে না।

ধৃত বাবলু যাদবকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবতীর মৃত্যুর ঘটনায় ধৃত বাবলু যাদবকে নিয়ে ঘটনার পুর্নর্নির্মাণ করল পুলিশ।

গত রবিবার রাতে পানাগড় বাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় চন্দননগরের যুবতী তথা নৃত্যশিল্পী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের। ঘটনার পর সোমবার সকালে সুতন্দ্রার গাড়ির চালক রাজদেও শর্মা দাবি করেন, সুতন্দ্রাকে লক্ষ্য করে একটি সাদা রঙের গাড়ি থেকে ৫ জন যুবক কটূক্তি করতে থাকে। তারা সকলেই গাড়িতে বসে মদ্যপান করছিল এবং সুতন্দ্রাকে দেখে অশ্লীল অঙ্গিভঙ্গি করতে থাকে। তারা ভয় পেয়ে ভুল পথে ঢুকতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সেখানেই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুতন্দ্রার।

সুতন্দ্রার গাড়িতে থাকা তাঁর সঙ্গীরাও দাবি করে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে কারণ জাতীয় সড়কে কোনও রকম পুলিশের নজরদারি ছিল না। ফলে ভয় পেয়ে ভুল পথে ঢুকে দুর্ঘটনার কবলে তাদের পড়তে হয় এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান সুতন্দ্রা। তাদের বক্তব্যের পর রাজ্যজুড়ে বিতর্কের ঝড় বইতে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠন মহিলাদের ও জাতীয় সড়কে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকে। দুর্ঘটনার পর থেকেই অপর গাড়ির চালক তথা পানাগড়ের বাসিন্দা বাবলু যাদব ও তার সঙ্গীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। যদিও পরে কাঁকসা থানার পুলিশ বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এনে তারা দাবি করে রেষারেষির কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মৃতার পরিবার ও তাঁর সঙ্গীরা কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগে কোনও রকম কটূক্তি বা ইভটিজিংয়ের বিষয়ে কোনও রকম লিখিত অভিযোগ জানায়নি বলে দাবি করে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই পলাতক অপর গাড়ির মালিক বাবলু যাদবকে ধরতে নানান ভাবে ছক কষে তদন্তকারী দল। অবশেষে বৃহস্পতিবার তাকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানায় আনা হয়। এরপর শুক্রবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করলে মহকুমা আদালতের বিচারক তাকে দুদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেয়। পুলিশি হেপাজতে নিয়ে শনিবার কাঁকসা থানার পুলিশ বাবলু যাদবকে সঙ্গে নিয়ে যে স্থান থেকে ঘটনার সূত্রপাত সেই স্থান থেকে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ।

এদিন পানাগড় বাজারে প্রবেশের মুখে অর্থাৎ জাতীয় সড়ক ছেড়ে পুরাতন জাতীয় সড়কে ঢোকার মুখে দু'টি গাড়ির মধ্যে ঠিক কি হয়েছিল তা তদন্তকারীদের রাস্তায় নেমে দেখায় বাবলু যাদব। এরপর সেখান থেকে বাবলু যাদব কে দুর্ঘটনস্থলে নিয়ে আসলে পুলিশের দু'টি গাড়িকে পাশাপাশি রেখে বাবলু যাদবের কথামতো দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়।

এরপর সেখান থেকে তাকে কাঁকসা থানায় রাখা তার দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে দেখিয়ে গাড়ি ঠিক কোন কোন জায়গায় সুতন্দ্রার গাড়ি তার গাড়িতে ধাক্কা মারে। এবং তার গাড়ির সাথে সুতন্দ্রার গাড়ির কোথায় সংঘর্ষ হয় তা পুলিশকে দেখায় ধৃত বাবলু যাদব। শনিবার দুর্ঘটনার পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ নিশ্চিত হয় যে রেষারেষির কারণে বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালাতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সুতন্দ্রার গাড়ির চালক বাবলু যাদবের গাড়িতে ধাক্কা মেরে রাইস মিল রোডে ঢুকে প্রথমে একটি চায়ের দোকানের বাসের খুটিতে ধাক্কা মারে সেখানেই গাড়ির সামনের সিটে বসে থাকা সুতন্দ্রার মাথা গিয়ে লাগে বাঁশের খুঁটিতে। সেখানেই ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়।

এরপর তাঁর গাড়ি সামনের একটি শৌচালয়ের দেওয়াল ভেঙে রাস্তার মাঝে উলটে যায়। অন্যদিকে সুতন্দ্রার চালক বয়ান বদল করে ফের সংবাদ মাধ্যমকে সে জানায়, ঘটনার দিন সুতন্দ্রা তাকে বাবলু যাদবের গাড়ি ধাওয়া করতে বলে। তার কথা মেনেই একশোর ওপরে গাড়ির গতিবেগ রেখে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক ছেড়ে পুরাতন জাতীয় সড়ক ধরে পানাগড় বাজারের দিকে যাওয়া বাবলু যাদবের গাড়িকে লক্ষ্য করে তাকে ধাওয়া করে। অন্যদিকে দ্রুত গতিতে আসা বাবলু যাদবের গাড়ি রাইস মিল ঢোকার মুখে পিছনে থাকা সুতন্দ্রার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে ধাক্কা মারে। অন্তত দুর্ঘটনার সময়কার হাড় হিম করা সেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে এটাই প্রমাণিত হয়।

তবে প্রশ্ন ওঠে দুঘটনার পর সুতন্দ্রার গাড়ির চালক ও তার গাড়িতে থাকা সঙ্গীর কেন মিথ্যা করে বলে ।তবে কি নিজেদের দোষ ঢাকতেই কি মিথ্যা গল্প সাজিয়ে পুলিশ কে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল তারা। যদিও রেষারেষির জন্যই এই দুর্ঘটনা বলে দাবি করে সেই সূত্র ধরেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার যে ফরেন্সিক দল কাঁকসায় এসে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায় তার তদন্ত রিপোর্ট সামনে আসলেই বিষয় টি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে সকলের কাছে এমনটাই দাবি পুলিশের ।রবিবার ধৃত বাবলু যাদব কে দু দিনের পুলিশি হেপাজতের পর, তাকে মহকুমা আদালতে পেশ করবে পুলিশ।

মা- মেয়ের নিথর দেহ উদ্ধারে রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: মা ও মেয়ের মৃত্যু ঘিরে রহস্য মধ্যমগ্রামে। ঘটনাকে কেন্দ্রকরে এলাকায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা। দু'টি দেহই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে মৃত্যুর কারণ জানতে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামের দোহারিয়া শৈলেশ নগর দূর্গা মন্ডপ এলাকায়। দুর্গা মণ্ডপ এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে ওই মা ও মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত মায়ের নামা মধুমিতা রায় ও ৫ বছরের মেয়ে প্রশংসা রায়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সাত বছরের দাম্পত্য জীবন মধুমিতা রায়ের। ছিল পাঁচ বছরের সন্তান প্রশংসা রায়। কোনও রকম কোন ঝগড়া-বিবাদ ছিল না পরিবারে সঙ্গে। মধুমিতার স্বামী প্রসেনজিৎ রায় পিচবোর্ড কারখানাতে কাজ করেন। এদিন কর্মস্থল থেকে বিকেলে ওভারটাইমের সময় দুবার ফোনও করেন মধুমিতা কে, কিন্তু ফোন না তোলায় পাশেই মুদিখানার দোকানে ফোন করে খোঁজ নেন তার স্বামী। তখনই অন্যান্য ভাড়াটিয়া সহ প্রতিবেশীরা ঘরে গিয়ে দেখেন মা ও মেয়ের দেহ ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

এরপর স্থানীয়রাই তাদের দ্রুত উদ্ধার করে পার্শ্ববর্তী একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে মধ্যমগ্রাম মাতৃসদনে নিয়ে যাওয়া হয় মা এবং পাঁচ বছরের মেয়ে মৃতদেহ। পরিবারের আত্মীয়রা সহ তার স্বামী এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না কী কারণে আত্মহত্যা করলেন তাঁরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘরে কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে। মৃত্যুর আগে স্বামীকে হোয়াটসঅ্যাপে সুইসাইড নোট লিখে জানান, 'মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'। তবে কাজে থাকায় সেই মেসেজ চোখে পড়েনি প্রসেনজিতের। কী ভাবে মৃত্যু হল তাদের তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। দেহ ময়নাতদন্তের পরই বোঝা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ।

বেলপাহাড়িতে সাংসদ তহবিলে তৈরি ছাত্রী নিবাসের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বেলপাহাড়ি এসসি হাই স্কুলের ছাত্রীদের হস্টেলের শিলান্যাস করলেন ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালিপদ সরেন। শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর দুই ব্লকের বেলপাহাড়ী এস. সি হাই স্কুলের (উঃমা) সাঁওতালি মিডিয়াম ছাত্রী নিবাস এর শিলান্যাস অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যার জন্য আনুমানিক ব্যায় হবে ৪৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ২০৮ টাকা। শনিবার বেলপাহাড়ি এসসি হাই স্কুলের ছাত্রীদের হস্টেলের শিল্যানাস করলেন ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কালিপদ সরেন (খেরওয়াল), তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিনপুর-২ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুমন ঘোষ, বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক সোমনাথ দ্বিবেদী, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও শিক্ষক সৃজন হাঁসদা, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি নিশীথ মাহাত, বিশিষ্ট সমাজসেবী গুরুপদ মুর্মু সহ বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা ও স্নেহের প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

সাংসদ কালিপদ সরেনের সাংসদ তহবিলের টাকায় বেলপাহাড়ি এসসি হাইস্কুলের ছাত্রীদের ওই হোস্টেলটি তৈরি করা হবে। সাংসদ হিসেবে কালিপদ সরেনের প্রথম কাজ হল বেলপাহাড়ি এসসি হাই স্কুলের ছাত্রীদের হস্টেল তৈরির কাজ। বেলপাহাড়ি এস সি হাই স্কুলে ছাত্রীদের কোনও হোস্টেল ছিলো না। হস্টেলের দাবিতে বহু আন্দোলন করেছে ছাত্রীরা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। তাই অবশেষে ঝাড়গ্রামের সাংসদ কালিপদ সরেন তার সাংসদ তহবিলের টাকায় তৈরি করার জন্য শুভ সূচনা করায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা এবং স্থানীয় বাসিন্দারা খুব খুশি, তাই তারা সাংসদ কালিপদ সরেন কে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

তাই বেলপাহাড়ি এসসি হাই স্কুলের ছাত্রীদের হোস্টেল তৈরির শুভ সূচনা করে সাংসদ কালিপদ সরেন বলেন, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের হোস্টেল এর দাবি দীর্ঘদিনের। তাই ছাত্রীদের জন্য তাঁর সাংসদ তহবিলের টাকায় হস্টেল তৈরি করার জন্য শনিবার শুভ সূচনা করা হয়েছে। যার ফলে হস্টেলটি তৈরি হলে ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে তিনি জানান।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম জি

অ্যাকিউট রিটেল ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড -এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

দোকান নং ২৭, ২য় তল, কৃশা আর্কেড, যশবন্ত সৃষ্টি, খাইরা, বয়সার তাল এবং জেলা পালঘর, বয়সার পালঘর - ৪০১৫০১ মহারাষ্ট্র - মেশিনারি এবং ইক্যুইপমেন্ট রিটেলারস এবং সরবরাহকারী ব্যবসায় নিযুক্ত

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	অ্যাকিউট রিটেল ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAFCA1070Q CIN : U70100MH2005PTC151972
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	শপ নং ২৭, ২য় তল, কৃশা আর্কেড, যশবন্ত সৃষ্টি, খায়রা, বয়সার তাল এবং জেলা পালঘর, বয়সার পালঘর - ৪০১৫০১ মহারাষ্ট্র
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রাপ্ত নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	দুর্গাপুর, কলকাতা (বর্তমানে প্রস্তাব পেশাদারের হেফাজতে নেই)
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	নেই
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	০
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	৩১.০৩.২০২৪ এর আর্থিক তথ্যের জন্য cirp.acute@gmail.com উপলব্ধ বিনিয়োগকারীগণের তালিকা - https://ibbi.gov.in/en/claim/front-claim-details/19076
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	ইওআই -এর বিস্তারিত এবং উপযুক্ততার শর্ত জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন cirp.acute@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৭.০৩.২০২৫
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৭.০৩.২০২৫ (২৪.০৩.২০২৫ থেকে সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০১.০৪.২০২৫ (২৪.০৩.২০২৫ থেকে সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১১.০৪.২০২৫ (২৪.০৩.২০২৫ থেকে সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	১৬.০৪.২০২৫ (২৪.০৩.২০২৫ থেকে সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৬.০৫.২০২৫ (২৪.০৩.২০২৫ থেকে সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.acute@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	বিস্তারিত প্রাপ্ত নয়

তারিখ : ২ মার্চ ২০২৫
স্থান : মুম্বই সুবার্বন

স্বা/-
শ্রী রমেশ এম শেট্টি
IBBI/IPA-001/IP-P01444/2018-2019/12226
অ্যাকিউট রিটেল ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড- এর প্রস্তাব পেশাদার
৩০৪, যমুনা অ্যাপা., গ্রিন ভিউ কমপ্লেক্স, ন্যান্সি কলোনি
বোরিভালি পূর্ব, মুম্বই সিটি, মহারাষ্ট্র - ৪০০০৬৬

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৪.০৪.২০২৫ **তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রীমতি সুইটি শ্রীবাস্তব,** রামজি সিং খাটাল, পূর্ব সাউইপাড়া বালি জগাছা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২২৭, আরও - সাকিন : শিবম অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০৪, ৪র্থতল, বাগেশ্বর কালী মন্দির ষষ্ঠীতলার নিকট, বালি, হাওড়া -৭১১২২৭। **শ্রী প্রদীপ শ্রীবাস্তব,** রামজি সিং খাটাল, পূর্ব সাউইপাড়া বালি জগাছা, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১২২৭, আরও - সাকিন : শিবম অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০৪, ৪র্থতল, বাগেশ্বর কালী মন্দির ষষ্ঠীতলার নিকট, বালি, হাওড়া -৭১১২২৭। **শাখা** : সিআর এভিনিউ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০৪, পরিমাণ কমবেশি ৪৫৬ বর্গফুট ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ , চতুর্থতলে, (লিফট সুবিধা সহ), ১ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি এবং টয়লেট নবনির্মিত ভবনে, আরএস দাগ নং ৭৫৬৬, এলআর দাগ নং ২৪৪৭৬, সিএস খতিয়ান নং ৪১৭১, খতিয়ান নং ৮৭১১, জেএল নং ১৪, মৌজা : বালি, থানা :নিশ্চিন্দা (বালি), জেলা : হাওড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং ভবনের চাতালের সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং যাতায়াতের সুবিধা সহ নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৫০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ২৪৮৮৫৫ থেকে ২৪৮৮৯৪, দলিল নং ০৫০২০৭৩২০-২০১৯ সালের রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া, শ্রী প্রদীপ শ্রীবাস্তব এবং শ্রীমতি সুইটি শ্রীবাস্তবের নামে এবং **চৌহদ্দি : উত্তরে :** সিঁড়ির চাতাল **দক্ষিণে :** ফ্ল্যাট নং ৩০৫; **পূর্বে :** খোলা জায়গা **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।	ক) প্রতীকী খ) জ্ঞাত নয় গ) ১৩,১৩,০০০.০০ টাকা ঘ) ১,৩১,৩০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB050499720449 ছ) ৯,৬৩,২২৩.০০ টাকা (নয় লাখ তেষট্টি হাজার দুশো তেইশ টাকা) ২৮.০২.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ০৪.০৪.২০২৫, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০২.০৪.২০২৫ এবং ০৩.০৪.২০২৫

সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ফটো	সম্পত্তির ভিডিও	ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট	ই-নিলাম ওয়েবসাইট

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং** ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন। যোগাযোগের বিস্তারিত : অনুমোদিত অফিসার : ৮২১০৪৩৮৮১৫ এবং শাখা ম্যানেজার : ৯৪৭৫৬২০৬৪৮

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ২৭.০২.২০২৫, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ১৯০তম জন্মতিথি পালন কামারপুকুর মঠ ও মিশনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মতিথির অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেজে ওঠে কামারপুকুর মঠ ও মিশন। এদিন রীতি মেনে ঠাকুর শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মতিথি পালিত হল আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের কামারপুকুর মঠ ও মিশনে। এই বছর ভগবান শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ১৯০ তম জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়। সকাল থেকেই কামারপুকুর মঠ ও মিশনে জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে ব্যাপক ভিড় পুণ্যার্থীদের। ভোর থেকেই শুরু হয় পুজোপাঠ, আরতি। মঠের রীতি মেনে মঠের সাধু সন্ন্যাসীরা বিশেষ পুজোপাঠে সামিল হন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের ভিড় বাড়তে থাকে। ভোর ৪.০০ টে সানাই বাদন দিয়ে কামারপুকুর মঠ ও মিশনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মতিথি পালন অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। তারপর ভোট ৪.৩০ মিনিটে মঙ্গলারতি হয়। এরপর ভোর ৪.৪০ মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের নাটমন্দিরে সন্ন্যাসীরা বেদপাঠ,ত স্বগানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের আরাধনা শুরু করেন। তারপর থেকে নিদিষ্ট সময় অনুযায়ী বিশেষ পুজোপাঠের মাধ্যমে সারা দিনব্যাপী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আরাধনা চলে। তবে সকাল ৭.৩০ মিনিটে বিশেষ শোভাযাত্রা সহকারে কামারপুকুর তীর্থ পরিক্রমা করেন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী ভক্ত ও স্থানীয় গ্রামবাসীবৃন্দ।

এই বিষয়ে কামারপুকুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী লোকোত্তরা নন্দজি জানান, 'মহারাজ শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের ১৯০ তম জন্মতিথি। সেই জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন তাঁর জন্মতিথি বিশেষ ভাবে উদযাপন করছি। আজ প্রথম দিন। তিন দিন ব্যাপী উৎসব হবে। সকালবেলা মঙ্গল আরতি দিয়ে বেদপাঠ, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের অমৃতকথা ও শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের পুঁথিপাঠ দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। আমরা বড় শোভাযাত্রা করেছি। ছাত্রছাত্রী, গ্রামবাসী সহ বিদেশিরাও সামিল হন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি পরিক্রমা করার পর মিশন থেকে শুরু হয়ে কামারপুকুর চটির বিবেকানন্দের মুর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেছি। তারপর ডাক বাংলোয় প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও বিবেকানন্দের মূর্ত্তিতে মাল্যদান করেছি।'

একমাত্র শিক্ষকের অবসরে বন্ধ স্কুল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমানের কালনার ২ নম্বর ব্লকের, শাসপুর রামকৃষ্ণপল্লি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেল শিক্ষকের অভাবে।

শুক্রবার একমাত্র শিক্ষিকার অবসর গ্রহণের পর শনিবার থেকে স্কুল গেটে তালা ঝুলে যায়। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ে এলাকার ছাত্রছাত্রীরা। সমস্যায় পড়েন মিড ডে মিলের কর্মীরাও। কালনা মহকুমার দু'নম্বর ব্লকের শাসপুর গ্রাম। এই গ্রামে একটি মাত্র শিশু শিক্ষাকেন্দ্র। বহুদিনের পুরনো এই শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল একজন। শিশু শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হত স্কুলে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২০ জন। দীর্ঘদিন ধরেই একজন শিক্ষিকাই স্কুলটিকে চালাচ্ছিলেন। শুক্রবার ছিল ওই একমাত্র শিক্ষিকার অবসরের দিন।

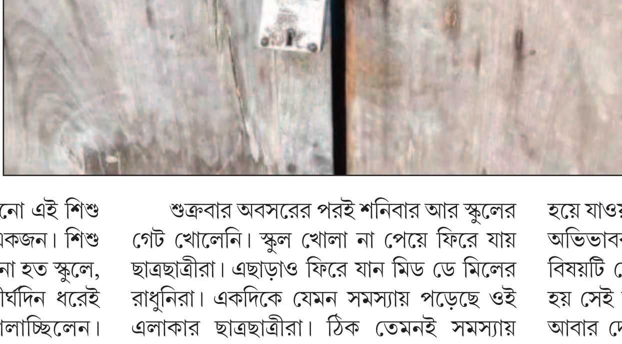

শুক্রবার অবসরের পরই শনিবার আর স্কুলের গেট খোলেনি। স্কুল খোলা না পেয়ে ফিরে যায় ছাত্রছাত্রীরা। এছাড়াও ফিরে যান মিড ডে মিলের রাধুনিরা। একদিকে যেমন সমস্যায় পড়েছে ওই এলাকার ছাত্রছাত্রীরা। ঠিক তেমনই সমস্যায় পড়েছে, যাঁরা মিডডে মিলের রান্না করেন। সকালে স্কুলে এসে তারা দেখে গেটে তালা ঝুলছে। তবে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা জানান, তাঁকে যদি শিক্ষা দপ্তর নির্দেশ দেয় ওই স্কুলটি চালানোর জন্য তিনি শিশুদের জন্য আবার পড়ানো শুরু করবেন।

স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাবে খবর আগে থেকে থাকায়, বেশ কয়েকজন স্কুলের ছাত্রছাত্রী টিসি অর্থাৎ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়েছে। গ্রামের মানুষ স্কুলটি পুনরায় চালুর দাবি জানিয়েছে ।ওই এলাকায় একটিমাত্র শিশু শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা। অভিভাবকরা চাইছেন অতিসত্ত্বর শিক্ষা দপ্তর বিষয়টি দেখুক, স্কুলটি পুনরায় আবার যাতে চালু হয় সেই বিষয়টি ভেবে দেখা হোক। এরপরে কি আবার দেখা যাবে ওই কচিকাঁচাদের শোরগোল, দেখা যাবে মিড ডে মিল খাওয়ার লাইন, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গ্রামের মানুষ।

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ

১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে"** ০৮.০৪.২০২৫ **অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, তেঁতুলবেরিয়া শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩১,৭৮,৬০২.৩২ টাকা** (একত্রিশ লাখ আটাত্তর হাজার ছশো দুই টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) **২৬.১১.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স ভৌমিক জুয়েলার্স (ঋণগ্রহীতা),স্বত্বাধিকারী : রবি ভৌমিক,** ২৩৮৪, ফর্তাবাদ মোড়, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪। **আরও ঠিকানা** - সি২, চলন্তিকা ফর্তাবাদ মোড়, গড়িয়া স্টেশন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৮৪। **এবং আরও ঠিকানা** - সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক, লস্করপুর, নারকেল বাগান, জাগরণি সংঘ ক্লাবের নিকট, কলকাতা - ৭০০ ১৫৩ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. মেসার্স ভৌমিক জুয়েলার্স (ঋণগ্রহীতা) **স্বত্বাধিকারী : রবি ভৌমিক** ২৩৮৪, ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪। **আরও ঠিকানা :** সি২, চলন্তিকা, ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া স্টেশন,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৮৪ **আরও ঠিকানা :** সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক, লস্করপুর, নারকেল বাগান, জাগরনী সংঘ ক্লাবের নিকট, কলকাতা ৭০০১৫৩। ২. শ্রী রবি ভৌমিক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) পিতা শ্রী সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক স্বত্বাধিকারী : মেসার্স ভৌমিক জুয়েলার্স ২৩৮৪, ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪। **আরও ঠিকানা :** সি২, চলন্তিকা, ফরতাবাদ মোড়, গড়িয়া স্টেশন,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৮৪ **আরও ঠিকানা :** সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক, লস্করপুর, নারকেল বাগান, জাগরনী সংঘ ক্লাবের নিকট, কলকাতা ৭০০১৫৩। খ) তেঁতুলবেড়িয়া শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান একতলায় অবস্থিত এম এইচ নং ২৩৮৪, ফরতাবাদা মোড়, থানা : সোনারপুর, মৌজা : বারহানস ফরতাবাদ, পরগনা : মেদানমোল্লা, জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৭,তৌজি নং ১০৯, হাল খতিয়ান নং ১১২২, আরএস দাগ নং ৭৩৫, হোল্ডিং নং ১৩৬৩, ওয়ার্ড নং ২৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৫৬৬৫-২০০০ সালের, **সম্পত্তি শ্রী রবি ভৌমিক,** পিতা সুভাষ চন্দ্র ভৌমিক এর নামে।	**৩১,৭৮,৬০২.৩২ টাকা** (একত্রিশ লাখ আটাত্তর হাজার ছশো দুই টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) **২৬.১১.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং খরচ সহ	ক) **৭,৫৬,০০০.০০ টাকা (*)** (সাত লাখ ছাপান্ন হাজার টাকা) খ) **৭৫,৬০০.০০ টাকা** (পঁচাত্তর হাজার ছশো টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB20079186948A** ঙ) **অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.০৩.২০২৫ থেকে ০৭.০৪.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৮.০৪.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং** ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০১.০৩.২০২৫/স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

‘রান ফর রাঢ়’ শীর্ষক মিনি-ম্যারাথন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুস্থায়ী পরিবেশের বার্তা ছড়িয়ে দিতে পূর্ব বর্ধমান সাইক্লিং ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্টার্ট আপ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অগ্রগামী ক্রীড়া সামগ্রী বিপণী ডিক্যাথলনের সহযোগিতায় বর্ধমানে ‘রান ফর রাঢ়’ শীর্ষক মিনি-ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকালে বর্ধমান শহরের পান্থশালা থেকে শুরু হয়ে পারবীরহাটা ঘুরে তিনকোনিয়াতে এই দৌড় শেষ হয়।

আয়োজকদের তরফে সন্দীপন সরকার জানান, অংশগ্রহণকারীদের কোনও প্রকার নিবন্ধন মূল্য ছিল না, খেলোয়ারদের জন্য বিশেষ জার্সি, টিফিন, বিশেষ পদক ও সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা ছিল বিনামূল্যে, কোনও প্রকার পুরস্কার মূল্য না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সচেতনতা প্রসারে রাজ্য ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩২জন কিশোর , ৩৪৯জন মহিলা সহ সর্বমোট ৮৭৯ জন অংশ নেয় এই ‘রান ফর রাঢ়’ শীর্ষক দৌড়ে, বিভিন্ন স্কুল কলেজের এন.সি.সি, এনএসএস সদস্যরা সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন, বিভিন্ন কারণে রাঢ় অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান দূষণ সম্বন্ধে জনমানষে সচেতনতা আনতেই এহেন উদ্যোগ। উদ্ভিদজাত খাবারের উপকারিতা, পশুদের প্রতি অত্যাচার হ্রাস, ই-বর্জ্য সহ সকল বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক সাক্ষরতা ও যুবদের ক্ষমতায়ন নিয়ে বার্তা দেওয়া হয় এই মিনি ম্যারাথনে মাধ্যমে। আগামীতে রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন জেলায় এহেন উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এদিন একঝাঁক পায়রা উড়িয়ে দৌড়ের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক প্রধান ও বিশিষ্ট দৌড়বিদ সুবোধ কুমার, বিশিষ্ট চিকিৎসক অতন্ত্র দাস, অভিষেক বোস, সুমন চৌধুরী সহ বিশিষ্টরা। এদিন এই ম্যারাথন উপস্থাপনের জন্য পুলিশের যান নিয়ন্ত্রণের ভূয়ষী প্রশংসা করেন সকলে। এদিনের দৌড়ে পুরুষদের মধ্যে বিশেষ নজর কাড়ে মহম্মদ ফাহিম, তিনি ৯মিনিটে ৫কিমি দৌড় শেষ করেন। মহিলাদের মধ্যে ঋষিতা ঘোষ ও কিশোরদের মধ্যে সাহিক তারিখ যথাক্রমে ১৫মিনিট ও ১৯ মিনিটে দৌড় শেষ করেন। এদিন সর্বকনিষ্ঠ ৪ বছরের কিশোরী ঐন্দ্রিলা মল্লিক, সর্বোচ্চ ৭৫ বছর বয়সি জয়দেব মিত্র দৌড়ে অংশ নেন।

রাজ্যস্তরীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সোনা জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাজ্যস্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সোনা এল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। এবারে এই প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ঝুলিতে এলো একটি সোনা সহ দুটি রৌপ পদক।

উল্লেখ্য, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় এর রাজ্যস্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সেরার সেরা খেলোয়াড়রা অংশ নেয়। এই প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকে অংশ নিয়েছিল ৩০ জন পড়ুয়া। সেখানেই ৭৫ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে রিফান মণ্ডল। রিফান গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত কুরুমশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। পাশাপাশি, গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত রামদেবপুর বাগানবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া তপন রায় দীর্ঘ লম্ফন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। অন্যদিকে, জেলার বালুরঘাট মহাকুমার অন্তর্গত জামালপুর পাহানপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া শুভশ্রী মালি ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

এদিন প্রতিযোগিতার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাজ্যস্তরীয় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার যুগ্ম আহ্বায়ক রাজনারায়ণ গোস্বামী সহ আরো অনেকে। এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, ‘৪০ তম রাজ্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে। এই প্রতিযোগিতায় জেলায় পদক আসায় আমরা খুশি।

ভোটার তালিকায় নাম বাদ তৃণমূল নেতারই!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল নেতার স্ত্রীর। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের আবেদন জানানো হয়। সেই আবেদন মেনে যাঁর নাম বাদ পড়ল, তা দেখে চক্ষু চড়কগাছ সবার। নাম বাদ পড়েছে তৃণমূল নেতারই। ভোটার তালিকায় নাম রয়ে গিয়েছে তাঁর স্ত্রীর। ঘটনাটি চুঁচুড়ার।

চুঁচুড়া পুরসভার আঠেরো নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তৃণমূলের বুথ সভাপতি জয়ন্ত খাঁ। তাঁর স্ত্রী সুষমা খাঁর মৃত্যুর পর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদের জন্য আবেদন জানানো হয়। কিন্তু, সেই আবেদনের পর জয়ন্তর নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে তাঁর স্ত্রী সুষমার নাম রেখে দেওয়া হয়।

চুঁচুড়া শহর তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জীব মিত্র বলেন, ‘আমাদের দলের বুথ সভাপতির নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে। তাঁর মৃত স্ত্রীর নাম রয়েছে তালিকায়। অনলাইনে যাঁরা এই কাজ করছেন তাঁদের জন্যই এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে। আমরা মহকুমা শাসককে জানিয়েছি বিষয়টা। এরকম অনেক হয়েছে, যাঁদের যে বুথে ভোট ছিল সেই বুথ নম্বরও বদলে গিয়েছে। আমাদের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের অনেক ভোটার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে চলে গিয়েছে। অথচ তাঁরা জানেনই না। এক একটা বুথে দশটা করে ভোট এদিক ওদিক হয়ে গেলেই ভোটের ফলাফল অন্যরকম হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা ভোটার তালিকা দেখে এইসব গণ্ডগোল যেখানে হয়েছে সেগুলো ঠিক করার চেষ্টা করছি।’

গত বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোরে তৃণমূলের রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় জেলায় ভূতুড়ে ভোটার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। সেই ভূত তাড়াতে নির্দেশ দেন জেলা নেতৃত্বকে। শনিবার চুঁচুড়া বিধানসভার কর্মীদের নিয়ে সেই ‘ভূত’ তাড়ানোর বৈঠক করে তৃণমূল। বৈঠকে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, দলের জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁইন, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

সেখানে মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ‘দলের নির্দেশ রয়েছে প্রতিটা বিধানসভার প্রতিটা বুথের যে ভোটার তালিকা রয়েছে সেগুলো ভালো করে স্ক্রুটিনি করতে হবে। প্রকৃত ভোটারের নাম আছে কি না,ভুয়ো ভোটার ঢুকে আছে কি না সেটা দেখতে হবে। দিল্লির ভোটে দেখা গিয়েছে অনলাইন সিস্টেমের জন্য বহু ভুয়ো ভোটার ঢুকেছে। দিল্লিতে বিজেপির জয় এই ভুয়ো ভোটারের জন্য। আমরা চাই নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা। নির্বাচন কমিশন তত্ত্বাবধানে থাকে, কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে ভোটার তালিকা তৈরি সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটা গভীর চক্রান্ত চলছে নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে দেওয়ার, আমরা এটা প্রতিবাদ করব।’

নির্বাচন কমিশন তাদের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, প্রশাসনের কর্মীরাই এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। সেই প্রসঙ্গে স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, ‘রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী বলে কিছু হয় না। যখন নির্বাচন আসে নির্বাচন কমিশন যাঁদের নিয়ে নেয়, তাঁরা নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনেই কাজ করেন। তখন তিনি কোথা থেকে মাইনে পাচ্ছেন, সেটা বিচার্য হয় না। যখন তিনি ভোটার তালিকায় নাম তুলবেন, যাঁদের যাঁদের নাম তুলবেন, তাঁরা নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনেই তুলবেন। ফলে কে পরিচালনা করছে এটাই ফ্যাক্টর। নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে যদি ভোটার তালিকা তৈরি হয়, দায় তা হলে তাদেরই নিতে হবে। আমরাও লক্ষ্য রাখছি এবং নির্বাচন কমিশনের কাজে কী ভুল আছে যথাসময়ে রিপোর্ট দেব।’

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হিন্দুদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা প্রত্যেকেই বিধায়ক হিসেবে শপথ নিয়েছিলাম, আমরা সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা ভাবনাকে রক্ষা করে চলব। সেটা উনি মানেন না। উনি সর্বত্র ধর্মীয় মেরুকরণ নিয়ে কথা বলতে থাকেন।’ ভোটার তালিকায় নিয়ে তৃণমূলের অভিযোগ নিয়ে বিজেপির হুগলি জেলা সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, ‘ভোটার তালিকা তৈরি করে কারা? রোহিঙ্গাদের ভোটার তালিকায় নাম তুলেছে কারা? এভাবে তাদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে রাজ্যে। নিজেদের ভোট বাক্স মজবুত করার জন্য তৃণমূলই ভুতুড়ে ভোটার তৈরি করছে।’

ভুতুড়ে ভোটার তালিকা, তরজায় তৃণমূল-বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁয় বহু ভূতুড়ে ভোটার বানিয়েছে বিজেপি তালিকা সংশোধনের পরে জিতবে তৃণমূল বিস্ফোরক দাবি তৃণমূল জেলা সভাপতির পালটা তোপ দাগল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর এলাকায় ভুতুড়ে ভোটার খুঁজতে নামছে তৃণমূল। শনিবার এই বিষয়ে বনগাঁয় দলীয় নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূল জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। সেখানে সমস্ত নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয় আগামী সাত দিনের মধ্যে নিজের এলাকায় ভোটার লিস্ট নিয়ে গিয়ে সেই লিস্ট খতিয়ে দেখতে হবে। সাত দিন পরে তার রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বজিৎ দাবি করেন, বনগাঁর বাগদা এবং আকাইপুর এলাকায় প্রচুর ভুতুড়ে ভোটার রয়েছে। বিজেপি ২০২২ সালের পর থেকে এই ভোটার বানিয়েছে। ২০২৬ সালের ভোটের কথা ভেবে এটা করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা ধরে ফেলেছে। ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজ শেষ হওয়ার পর দেখা যাবে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বনগাঁয় সর্বত্র তৃণমূল জয়ী হবে।এই বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, এই ধরনের কাজ বিজেপি করে না। যখন ভোটার লিস্ট সংশোধন করা হয় তখন তৃণমূলের লোকেরাই দাঁড়িয়ে থেকে সংশোধন করায় এবং নাম তোলে। বনগাঁ এবং বাগদায় এরকম প্রচুর ভুতুড়ে ভোটার বানিয়েছে তৃণমূল। তারা আবার কাদের ধরবে।

মৎস্য সমবায়ের ভোটের নমিনেশন জমায় বাধার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বাগদা কোলা মৎস্য সমবায়ের ভোটের নমিনেশন জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের কোলা মৎস্য সমবায় কেন্দ্রের ৯ আসনের ভোটের নমিনেশন জমা দেবার শেষ দিন ছিল শনিবার।

এদিন তৃণমূল সমর্থিত ৯ প্রার্থীর নমিনেশন জমা দেবার পর।বিরোধী ৯ প্রার্থী নমিনেশন জমা দিতে এলে তাদের নমিনেশন কেড়ে নিয়ে মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির অভিযোগ বাগদার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান সঞ্জিৎ সরদারের অনুগামীরা বিরোধী প্রার্থীদের নমিনেশন জমা দিতে দেয়নি। প্রার্থীদের মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করে বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তথা তৃণমুলের অঞ্চল সভাপতি সঞ্জিত সরদার জানিয়েছেন, ‘আমি ওখানে ছিলাম না কিছু হয়েছে কি না আমার জন্য নেই। বিজেপির ফাঁকা আওয়াজ তুলছে নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা তেমন। আর জেলে বাগদি মৎস্যজীবীরা সবাই মমতা ব্যানার্জির পক্ষে।’

সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতায় ব্রেনওয়ারের কনফারেন্স

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: আইনের শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নের পাশাপাশি বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা দিচ্ছে বারাসত ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটি। শনিবার বারাসতের নিজস্ব ক্যাম্পাসে এক ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ ল’র উদ্যোগে একটি কনফারেন্স হয়। সেখানে বিভিন্ন প্রাক্তন বিচারপতি ও আইনের প্রথিতযশা বিশেষজ্ঞরা আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। বর্তমান সময়ে আইনের যে পরিবর্তন হয়ে সে বিষয়েও আলোকপাত করেন।

পাশাপাশি বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা দিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে দুর্বল মানুষদের পাশে কি ভাবে দাঁড়ানো যায় সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিভাগীয় প্রধান ডঃ কৌশিক ব্যানার্জি জানান, ইতিমধ্যেই ব্রেনওয়ার ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া আইনি শিক্ষার্থী ও কর্মকতাদের হস্তক্ষেপে আড়াইশোর বেশির মানুষকে বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমাজের ও দরীদ্র প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিনামূল্যে একাধিক প্রশিক্ষণ চালু করেছে। ইউনিভার্সিটি রেজিস্টার মহুয়া পাল বলেন, ‘প্রতিবছরই আমরা এমন কনফারেন্স করে থাকি। এবছরও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। এই কনফারেন্সের মধ্যেদিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রভূত উপকার হবে।’

স্কুলে সরস্বতী পুজোর খাওয়ায় কিছু পড়ুয়াকে অপমানের অভিযোগ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কয়েকজন পড়ুয়া সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এলেও তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সরস্বতী পুজোয় খাওয়া-দাওয়ায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের। এই অভিযোগ তুলে হুগলির পান্ডুয়া ব্লকের পাঁচদড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে শনিবার বিক্ষোভ দেখালেন একাধিক পড়ুয়া। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ পড়ুয়া, অভিভাবকদের। স্কুলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষকরা।

শনিবার স্কুলের সামনে কয়েকজন পড়ুয়াদের বিক্ষোভ দেখাতে দেখা যায়। তারা নিজেদের দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া বলে দাবি করেন। এই বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শুক্রবার স্কুলে সরস্বতী পুজো উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছিল। স্কুলের কয়েকজন দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা তাতে অংশ নিতে এলেও খেতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। এই পড়ুয়াদের অপমান করে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেন প্রধান শিক্ষক, অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের।

এই ঘটনাকে সামনে রেখে শনিবার স্কুল খোলার সময় থেকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে কয়েকজন পড়ুয়া এবং অভিভাবক। শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে ঢুকতে না পেরে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিক্ষোভকারী পড়ুয়া এবং অভিভাবকরা জানান, সরস্বতী পুজোর জন্য চাঁদা নেওয়া হয় স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে। তা সত্ত্বেও কেন এই পড়ুয়াদের খাবার দেওয়া হল না, সেই প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। শনিবার স্কুলে আসেননি প্রধান শিক্ষক। স্কুলের সহ-শিক্ষক দেবীপ্রসাদ ধর বলেন, ‘যে সমস্ত ছাত্র এই বছর স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে তাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি, এটাই অভিযোগ। আমরা প্রধান শিক্ষককে ফোন করেছিলাম বিক্ষোভের কথা জানানোর জন্য। তিনি আলোচনার মাধ্যমে গোটা বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।’ বিষয়টি নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।

ফের গোরু পাচার রুখল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ, ধৃত ২, উদ্ধার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: গোরু পাচার করার সময় চারটি গরু সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। গোরু পাচার করার সময় ৪টি গোরু সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত চাঁদাবিলা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের নাম এসকে রোহিত আলি ও আক্তার খান। তাদের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কসবা নারায়ণগড় এলাকায়। শনিবার অভিযুক্তদের ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে একটি পিকআপ ভ্যানে ৪টি গোরু নিয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দিক থেকে গোপীবল্লভপুর হয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর যাওয়ার সময় নয়াগ্রাম থানার চাঁদাবিলা এলাকায় পুলিশের নাকা চেকিংএ পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করে পুলিশ। সেখানে গোরুর কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারাই পিকআপ ভ্যান সহ গোরুগুলিকে আটক করে পুলিশ এবং দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। নয়াগ্রাম থানার আইসি সুদীপ ঘোষালের নেতৃত্বে নাকা চেকিং চালানোর সময় গোরু পাচার রুখে দিল নয়াগ্রাম থানার পুলিশ। ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে ধৃত দু’জনকে তোলা ঝাড়গ্রাম আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক তাদেরকে চার দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

ভিন রাজ্যে কাজেমৃত্যু নাবালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: মা-বাবার বারণ সত্ত্বেও, ভিন রাজ্যে সোনার কাজে যোগ দিয়ে প্রাণ গেল নাবালকের।

গত সোমবার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল সুদূর মুম্বই। সোমবারে ট্রেন ধরে মুম্বাই যায় শাহিন মল্লিক নামের ১৫ বছরের নাবালক। বারে বারে সোনার দোকানের মালিকের ছেলে টাকার লোভ দেখিয়ে জোর করে কাজে নিয়ে যায় শাহিনকে। মৃতের বাবা পেশায় ভ্যানচালক ইসমাইল মল্লিক, মা মিনু মল্লিক বারে বারে মানা করলেও কথা না শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় শাহিন মল্লিক।

হাবড়ায় অনেক ভুয়ো ভোটারের দাবি বালুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাটের বাসিন্দা হাবড়ায় অনেক ভুয়ো ভোটার রয়েছে মন্তব্য জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পালটা কটাক্ষ বিজেপির। উত্তরপ্রদেশ,রাজস্থান গুজরাটের ভুয়ো ভোটার হাবড়ায়! চাঞ্চল্যকর অভিযোগ হাবড়ার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের।

তাঁর দাবি, ‘হাবড়া এক নম্বর ব্লকের কুমড়া, মছলন্দপুর ২, পৃথিবা ও রাউতাড়া পঞ্চায়েতে অনেক ভুয়ো ভোটার রয়েছে। আমাদের বুথ লেভেলের কর্মী ও রিলিভার দিয়ে তা খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে এরপর এগুলো বের করে নির্দিষ্টি অথরিটিকে ও দলকে জানাব।’ শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় দলীয় একটি কর্মসূচিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান হাবড়া বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ভুয়ো ভোটার ধরতেও এদিন তিনি দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন হাবড়ায় এসে বিগত বছর বর্ষাকালে হাবড়া শহরের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়ে। জমা জলের সমস্যা থেকে শহরবাসীকে রেহাই দিতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা ব্যয় রাজ্য সরকার একটি বুস্টিং পাম্প নির্মাণ করেছে। এদিন সেই পাম্প পরিদর্শন করেন জ্যোতিপ্রিয়। পদ্মাখালের জবরদখল থেকে হাবড়া শহরে জমা জলের সমস্যা বাড়ছে বলে তিনি মনে করেন।শু ধু পদ্মাখালই নয় হাবড়া শহরেও বেআইনি নির্মাণ বাড়ছে।

সাংবাদিকদের সে প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিপ্রিয় বলেন, ‘কোথাও কোনও বেআইনি নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। ভূমি দপ্তর ও পুরসভাকে ইতিমধ্যে বেআইনি নির্মাণগুলো চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে।সরকারি নির্দেশ মেনে সমস্ত বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলা হবে।’ তারপরই তিনি ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার নিয়ে সোচ্চার হোন। এদিন জ্যোতিপ্রিয় আরও বলেন, ‘হাবড়া শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটারের নাম রয়েছে। আমরা প্রত্যেক ওয়ার্ড ও বুথে দায়িত্বশীল কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছি সমস্ত ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করতে হবে। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে ভুয়ো ভোটারদের নামের তালিকা পাঠাব।’

হাবড়ার নবনির্মিত বুস্টিং পাম্প সম্পর্কে জ্যোতিপ্রিয় বলেন, ‘কেএমডিএ কলকাতার বাইরে সাধারণত কোনও কাজ করে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তর হাবড়ার মতো শহরেও ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন বুস্টিং পাম্প চালু করেছে। হাবড়া শহরে বর্ষাকালে আর জমা জলের সমস্যা থাকবে না।’ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাল্টা বিজেপির পক্ষ থেকে হাবড়া দুই মন্ডল সভাপতি রথীন সেনের কড়া জবাব। এদিন তিনি বলেন, ভোটে হারার ভয়তে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। আসলে যে জায়গাগুলোর কথা উনি বলেছেন সেগুলো সব মতুয়া নমঃশূদ্র অধ্যুষিত এলাকা।

কাজ না করলে পদ আটকে বসে না থেকে দল ছাড়ার হুঁশিয়ারি রহিম বক্সির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কাজ করবেন না, অথচ পদ নিয়ে বসে থাকবেন, এরকম নেতা দরকার নেই দলের জন্য সময় না দিতে পারলে দয়া করে চলে যেতে পারেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির চাঁচাছোলা বক্তব্যে সরগরম হয়ে উঠল দলের কর্মী বৈঠক। তবে শুধু সভাপতিই নয়, পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকাতেও রীতিমতো ক্ষোভ জাহির করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তাঁর অভিযোগ, ‘পুলিশের ভূমিকা চরম অসন্তোষজনক। দলের কর্মী ও সাধারণ মানুষের ওপর অন্যায় ভাবে অত্যাচার করছে পুলিশ। এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’

আরেকদিকে মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলের একাংশ নেতাকর্মীদের ক্ষমতার লোভ ও বিজেপির সঙ্গে তলে তলে আঁতাত করার অভিযোগও তুলে সোচ্চার হন নিহত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকার। শনিবার দুপুরে তৃণমূলের জেলার নেতা নেত্রীদের উপস্থিতিতে কর্মী বৈঠকে রীতিমতো সরগরম হয়ে ওঠে। এদিন ইংরেজবাজার শহরের মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে জেলা তৃণমূল কমিটির কর্মী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, রাজ্যের দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং তাজমুল হোসেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক থেকে শুরু করে ব্লক, অঞ্চল সভাপতি, মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলে নির্বাচিত সদস্য, ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভার কাউন্সিলর থেকে শুরু করে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, ‘তৃণমূল সুপ্রিমো তথা নেত্রী একজনই। তিনি হলেন মমতা ব্যানার্জি। তাঁর কথাতেই আমাদেরকে সর্বসম্মতি ভাবে কাজ করতে হবে । কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, নিজেদের পথ দখল করে দলের কোন কাজ করছেন না। শুধু ক্ষমতা বা চেয়ার দখল করে বসে থাকলেই চলবে না। দলকে শক্তিশালী করতে হবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মালদার বারোটি বিধানসভা কেন্দ্রই আমাদের দখল করে দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে নেতা নেত্রীদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম বাড়াতে হবে। শুধুমাত্র পদের লোভে থাকলে এই দলের কোনও জায়গা নেই। দলের জন্য কাজ না করলে ক্ষমতা থেকে বহিষ্কার করা হবে।’

এদিকে এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের সেচ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকায় সাধারণ মানুষ তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে। বুথ স্তরে দলের কাজকর্ম করতে গিয়ে মানুষ পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন আমাকে অভিযোগ জানাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশের কোনও রকম অত্যাচার মানা হবে না। প্রশাসনকে সুষ্ঠুভাবেই কাজ করা উচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে। আমি এজন্য চরম অসন্তুষ্ট ।গত সাত দিনে কালিয়াচকে সাতটি স্করপিও গাড়ি চুরি হয়েছে। ১০ থেকে ১২টি গোডাউন ভেঙে দুষ্কৃতীরা টাকা চুরি করে পালাচ্ছে। সিসি ক্যামেরায় সমস্ত ঘটনা ধরা পড়ছে। অথচ পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। ফলে মানুষ বিভিন্ন ভাবে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছেন। এ ব্যাপারে দলের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

এদিন নিহত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের স্ত্রী চৈতালি সরকার মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ‘দলের জেলার একাংশ নেতা ভালো নয়। তারা নিজেদের স্বার্থের কায়েম করতে তৃণমূলকে সামনে রেখে কাজ করছে। দীর্ঘদিনের রাজনীতিতে অনেক জনকে দেখলাম, ভোটের সময় তলে তলে বিজেপির সাথে আঁতাত করে চলছে। আমরা কাউন্সিলার ছিলাম, কাউন্সিলরই থাকব। কোনদিন এমএলএ হতে পারব না। আবার যারা পাঁচ ও ছয়বারের এমএলএ আছেন, তারাও পদ ছাড়বে না। সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে একাংশ নেতানেত্রীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতেই তৃণমূলকে ব্যবহার করছে। এখন সময় এসেছে সবাইকে সঙ্গবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের মালদার সমস্ত কেন্দ্রের আসন দখল করে বিরোধীদের পরাজিত করতে হবে।’

‘বাংলাদেশে অত্যাচারিতদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোনও কথা বলছেন না’

দাবি মমতাবালার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: পূর্ব বর্ধমান জেলার গুসকরা শহরে শনিবার মতুয়াদের একটি মহামিলন উৎসবে যোগ দিয়ে মমতাবালা ঠাকুর বলেন, ‘বাংলাদেশে অত্যাচারিত মানুষদের নিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনও কথা বলছেন না। তাঁদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন না।’ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মমতাবালা বললেন, ‘আমাদেরই দেশের আর এক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির হাত ধরে পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সমস্যা ওদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বাংলাদেশের বিষয় দুই দেশের মধ্যে ব্যাপার। কিন্তু এটা নিয়ে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনও কথা বলছেন না। বাংলাদেশে অত্যাচারিতদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন না। এটা আমাদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক।’

হারের হ্যাটট্রিক ইংল্যান্ডের, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে গ্রুপের শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছিল আগের ম্যাচই। শনিবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করল ইংল্যান্ড। সাত উইকেটে হেরে বিদায় নিল তারা। অধিনায়ক হিসাবে শেষ ম্যাচেও দলকে জেতাতে পারলেন না জস বাটলার। গ্রুপের শীর্ষে থেকে সেমিফাইনালে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা। তিন ম্যাচে তাদের ছয় পয়েন্ট হল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অস্ট্রেলিয়ার তিন ম্যাচে চার পয়েন্ট।

সাদা বলের ক্রিকেটে এক সময় ক্রিকেটবিশ্বের ত্রাস ছিল ইংল্যান্ড। ২০১৯ বিশ্বকাপ থেকে তাদের আগ্রাসী ক্রিকেট নজর কেড়ে নিয়েছিল গোটা বিশ্বের। ২০১৯-এর এক দিনের বিশ্বকাপের পর ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল তারা। সেই সাদা বলের ক্রিকেটে লজ্জার অধ্যায় লিখল ইংরেজরা। জস বাটলারের দলে তারকা ক্রিকেটার অনেকে থাকলেও কেউই আসল সময়ে জ্বলে উঠতে পারলেন না। হারের হ্যাটট্রিক করে বিদায় নিল ইংল্যান্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ইংল্যান্ডের ইনিংসের পরেই। করাচিতে টসে জিতে ইংল্যান্ডের আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে যায়। কোনও ব্যাটারই বলার মতো রান করতে পারেননি। প্রথম ওভারে দু'টি চার মেরেও ফিরে যান ফিল সল্ট (৮)। তৃতীয় ওভারে ফেরেন জেমি স্মিথ (০)। এর পর নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে তারা। জো রুট (৩৭) সবচেয়ে বেশি রান করেছেন। বড় কোনও জুটি হলেও ম্যাচে কখনও দাঁত ফোটাতে পারেনি ইংল্যান্ড। রানের গতিও আহামরি ছিল না। মাত্র ৩৮.২ ওভারে ১৭৯ রানেই অলআউট হয়ে যায় তারা। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে তিনটি করে উইকেট নেন মার্কো জানসেন এবং উইয়ান মুল্ডার। দক্ষিণ আফ্রিকারও শুরুটা ভাল হয়নি। শূন্য রানে ফেরেন ট্রিস্টান স্টাবস। ২৭ রান করেন রায়ান রিকেলটন। তবে দলকে জিতিয়ে দেন রাসি ভ্যান ডার ডুসেন (অপরাজিত ৭২) এবং হেনরিখ ক্লাসেন (৬৪) জুটি। তৃতীয় উইকেটে ১২৭ রানের জুটি গড়েন। জিততেই শীর্ষস্থান পাকা ছিল। তাই দুই ব্যাটারই অহেতুক তাড়াহুড়ো করার রাস্তায় হাঁটেননি। ধীরেসুস্থে খেলে দলকে জয়ের রাস্তায় পৌঁছে দেন। ২৯তম ওভারে ক্লাসেন ফিরলেও দক্ষিণ আফ্রিকাকে জিতিয়ে দেন ডেভিড মিলার (অপরাজিত ৭)।

মায়ামিতে মেসির হাতে দার্জিলিংয়ের চা উপহার তুলে দিচ্ছেন উদ্যোগপতি ও ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্ত

মেসিকে দার্জিলিংয়ের চা উপহার শতদ্রু দত্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি: শতদ্রু দত্তর সৌজন্যে ফুটবলের রাজপুত্র মারাদোনাকে দেখেছিলো সিটি অফ জয়। এবার কি মেসি ম্যাজিক দেখতে চলেছে কলকাতা! অনেকদিন ধরেই সলতে পাকানোর কাজ চলছে। এবার সেই জল্পনাই উস্কে দিলেন ক্রীড়া সংগঠক স্বয়ং শতদ্রু দত্ত । ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিনে মায়ামিতে স্বয়ং লিও মেসির সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। তুলে দিলেন দার্জিলিংয়ের স্পেশাল চা-ও। সমাজমাধ্যমে নিজেই সেই ছবি দেন। কবে দ্বিতীয়বার কলকাতার ফুটবলপ্রেমীরা দেখতে পাবেন মেসি ম্যাজিক, তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ল। তারিখ না জানালেও শতদ্রু দত্ত জানান পেলে - মারাদোনার পরে এলএমটেন ও সিআর সেভেন - কে কলকাতায় আনাই তার অন্যতম লক্ষ্য। এই শহর মেসির জন্য সবসময় স্পেশাল। কারণ, ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথমবার আর্জেন্টিনার ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব হাতে পেয়েছিলেন তিনি।

বিওএ'তে সৌজন্য সাক্ষাৎ আইএফএ সচিবের

আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্তকে জার্সি তুলে দিচ্ছেন বিওএ সচিব জহর দাস, যুগ্মসচিব দিলীপ পালিত, জাতীয় গেমসের শেফ দ্য মিশন বিশ্বরূপ দে।

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার জাতীয় গেমস থেকে বাংলা ১৬ সোনা ,১৩ রুপো, ১৮ ব্রোঞ্জ সহ মোট ৪৭ পদক নিয়ে অভাবনীয় সাফল্য এনেছে। সবমিলিয়ে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এবারের জাতীয় গেমস স্মরণীয় হয়ে থাকবে তা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরীকে সামনে রেখেই নতুন কমিটি হয়েছে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে। এরপরই নতুন উদ্যোমে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে খেলাধুলোয়। শুক্রবার বিওএ'তে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে গেলেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে ছিলেন সচিব জহর দাস, যুগ্মসচিব দিলীপ পালিত, জাতীয় গেমসের শেফ দ্য মিশন ও সহসভাপতি বিশ্বরূপ দে। জাতীয় গেমসের সাফল্যে বিওএ'র ভূমিকার প্রশংসা করেন অনির্বাণ দত্ত। বিওঅ সচিব জহর দাস বলেন, 'ভবিষ্যতে সবাই আমরা একসঙ্গে কাজ করব। আরও বেশি সাফল্য আনব'। এদিন অনির্বাণ দত্তকে সৌজন্য দেখিয়ে বিওএ'র জার্সি উপহার দেওয়া হয়। জহর দাস জানান, খুব তাড়াতাড়ি রাজ্য গেমসও শুরু হবে এবার।

মুম্বইয়ের কাছে আবার আটকে গেল বাগান, সবুজ-মেরুনের ড্রয়ে চাপ বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলে মুম্বই সিটি বরাবরই মোহনবাগানের কঠিন প্রতিপক্ষ। এর আগে ১১ বারের সাক্ষাতে মাত্র এক বার জিতেছিল মোহনবাগান। সেটা গত বার। এই মুম্বইকে হারিয়েই লিগ-শিল্ড জিতেছিল তারা। এ বার মনে হচ্ছিল, প্রথম বার মুম্বইকে তাদের ঘরের মাঠে হারাবে মোহনবাগান। প্রথমার্ধে দুই গোলে এগিয়ে থেকেও জিততে পারল না তারা। শেষ পর্যন্ত ২-২ ম্যাচে শেষ হল খেলা। প্রথম লেগের খেলাও শেষ হয়েছিল ২-২ গোলেই। মোহনবাগান ড্র করায় ইস্টবেঙ্গলের প্লে-অফে ওঠার আশা কমল।

মোহনবাগান আইএসএল লিগ-শিল্ড জিতে নিলেও এই ম্যাচে দর্শকের ভিড় ছিল। মোহনবাগানের অনেক সমর্থক খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। এই ম্যাচে প্রথম একাদশে কয়েকটি বদল করেছিলেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। সৌরভ ভানওয়ালা, অভিষেক সূর্যবংশীরা প্রথম থেকে খেলছিলেন। আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের খেলা চলছিল। দু'দলই মাঝমাঠের দখল নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। মাঝেমধ্যে একটু গা-জোয়ারি ফুটবলও হচ্ছিল।

৩২ মিনিটের মাথায় বাগানকে এগিয়ে দেন ম্যাকলারেন। প্রতিপক্ষ ফুটবলার ব্যাক পাস দিয়েছিলেন। সেই ব্যাক পাস ধরে বক্সে ঢুকে গোল করেন বাগানের বিদেশি স্ট্রাইকার। এগিয়ে যাওয়ার পরে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ে সবুজ-মেরুনের। তার ফলও মেলে। ৪০ মিনিটের মাথায় লিস্টন কোলাসোর ক্রস বার করার চেষ্টা করেন মুম্বইয়ের গোলরক্ষক পূর্বা লাচেনপা। বল সরাসরি যায় পেত্রাতোসের কাছে। তিনি ঠিকমতো বল মারতে পারেননি। তা-ও বল জালে জড়িয়ে যায়। ২-০ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যায় মোহনবাগান।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণ আরও বাড়ায় মুম্বই। কারণ, এই ম্যাচ তাদের কাছেও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হারলে প্লে-অফে উঠতে সমস্যা হত। তাই কোচ পিটার ক্রাতকি তাঁর সব তাস খেলে ফেলেন। তার ফল মেলে। বার বার আক্রমণ করতে করতে অবশেষে বিশাল কাইথকে পরাস্ত করে মুম্বই। ৫৬ মিনিটের মাথায় গোল করেন জন টোরাল। তার চার মিনিট পরেই ধাক্কা খায় মুম্বই। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয় স্ট্রাইকার বিক্রম প্রতাপ সিংহকে। তবে রেফারির সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

১০ জন হয়ে যাওয়ার পরেও হাল ছাড়েনি মুম্বই। দর্শকদের সমর্থনও পায় তারা। ফলে বেশির ভাগ খেলাই হচ্ছিল মোহনবাগানের অর্ধে। প্রথম লেগের খেলায় শেষ মুহূর্তে গোল করে ড্র করেছিল মুম্বই। এ বারও তাই হল। ৮৮ মিনিটে গোল খেল বাগান। বল বার করতে গিয়ে ভুল করেন বিশাল। মনবীর সিংহের পায়ে লেগে বল লাগে নেথান রদ্রিগেসের মাথায়। বল গোলের দিকে যাচ্ছিল। বিশাল হাত দিয়ে তা আটকানোর চেষ্টা করেও পারেননি। বল জালে জড়িয়ে যায়। কোনও রকমে ড্র করে মাঠ ছাড়ে মুম্বই। বাণিজ্যনগরীর মাঠে মোহনবাগানের জয়ের স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়।

এই ম্যাচের পর মুম্বইয়ের পয়েন্ট ২২ ম্যাচে ৩৩। তারা যদি বাকি দুই ম্যাচে এক পয়েন্টও পায় তা হলেই প্লে-অফে চলে যাবে। ফলে ইস্টবেঙ্গলের প্লে-অফের আশা কিছুটা হলেও ধাক্কা খেল।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দু'টি ম্যাচের টিকিটের টাকা ফেরত দেবে পাকিস্তান বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভেস্তে যাওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দু'টি ম্যাচের টিকিটের টাকা সমর্থকদের ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। রাওয়ালপিন্ডিতে বৃষ্টির জন্য অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পাকিস্তান বনাম বাংলাদেশে ম্যাচের টস করাও সম্ভব হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী এই দুই ম্যাচের টিকিটের টাকা ফেরত দেবে পিসিবি।

২৫ ফেব্রুয়ারি খেলা ছিল অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার। ২৭ ফেব্রুয়ারি ছিল পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ম্যাচ। বৃষ্টির জন্য টসও করা যায়নি এই দুই ম্যাচে। এক বলও খেলা না হওয়ায় টিকিটের পুরো টাকা ফেরত পাবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। শনিবার বিবৃতি দিয়ে পিসিবি জানিয়েছে, "রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একটি বল ছাড়াই পরিত্যক্ত হওয়া দু'টি ম্যাচের টিকিটের সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেওয়া হবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ক্ষতিগ্রস্ত ম্যাচগুলির মধ্যে রয়েছে ২৫ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান।"

টিকিটের টাকা ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে একাধিক শর্ত রেখেছেন পিসিবি কর্তারা। হসপিটালিটি বক্স এবং পিসিবি গ্যালারির টিকিটের দাম ফেরত দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে। টিকিটের টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য আসল এবং অক্ষত টিকিট কাউন্টারের জমা দিতে হবে প্রমাণ হিসাবে।

E-TENDER

E-tenders are invited by the Prodhan, Betai -I Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity) P.O-Betai, Nadia. **NIET NO. 16/15thCFC (UNTIED) (03)/ 2024-25/ BT-I/13e, 17/15th CFC (TIED SANITATION) (05)/2024-25/BT-I/12e,** Last date of submission **05.03.2025 up to 5.30p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

S/d- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.

Office of the
GHOSHPARA GRAM PANCHAYAT
P.O- Muradpur Arji,
P.S.- Jalangi,
Dist- Murshidabad

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 10/GGP/ 15 Th. CFC/2024-25,** With Vide Memo **No. 102/GGP/2024-25, Dated: - 28-02-2025,** The Last date for online submission of tender is **07/03/2025 upto 03.00 P.M.**

For details, please visit website: - **htpp://wbtenders.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Ghoshpara Gram Panchayat

TENDER NOTICE

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) mentioned the **NIT-22/CGP/2025, NIT-23/CGP/2025, NIT-24/CGP/2025, NIT-25/CGP/2025 & NIT-26/CGP/2024-25 Dated-28/02/2025** which is which is uploaded in the website **http ://wbtenders.gov.in FUND:-XV FC (TIED a UNTIED) & 5th SFC (Tied a Untied)**

Visit the said website to know about those tender.

Pradhan
Charkalgram Gram Panchayat

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
NOTICE INVITING e –TENDER NO: WBMAD/ ULB/ BM/PW/OWN FUND/NIT– 39/2024-2025
Memo No:- 3772/PWD/BM/2024-2025, Dated.01.03.2025

Name of the Work:- 6 (Six Nos. work- Sl. 1-6 **Sl- 1, 2, 4 & 5:** Repairing & renovation of Municipal Office Building. **Sl.- 3:** Construction of Steel structure openable covered frame over existing drain in Ward No. 20 under Bolpur Municipality. **Sl.- 6:** Piling A Side Protection work of Land Sliding portion at Uttarnarayanpur road cross Canel in Ward No.-10, under Bolpur Municipality. Last Date-of Submission **10.03.2025**. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:- **www.bolpurmunicipality.org**., **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Office of the Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

NIeT No :11/15th CFC/ 2024-25 Memo No : 302/ JGP/2024, Dated-28-02-2025.
NIeT No :12/15th CFC/ 2024-25 Memo No : 307/JGP/2024, Dated-28-02-2025.
1. Dropping Starts from: **01.03.2025 at 10.00 Hours.**
2. Dropping ends at **08/03/2025 upto 12.00 Hours.**
3. Technical bid opens at **10/03/2025 at 12.00 Hours.**
4. **Financial bid open will be shown in "wbtenders.gov.in"**

For Details Contact with The Office Of The Undersigned At Any Working Days.

Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

Office of the Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

NIeT No :13/15th CFC/ 2024-25 Memo No : 308/ JGP/2024, Dated-28-02-2025.
NIeT No :14/15th CFC/ 2024-25 Memo No : 309/JGP/2024, Dated-28-02-2025.
1. Dropping Starts from: **01.03.2025 at 16.00 Hours**
2. Dropping ends at **08/03/2025 upto 16.00 Hours**
3. Technical bid opens at 10/03/2025 at **16.00 Hours**
4. **Financial bid open will be shown in "wbtenders.gov.in"**

For Details Contact with The Office Of The Undersigned At Any Working Days.

Sd/- Prodhan
Juranpur Gram Panchayat
Domkal, Murshidabad

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-12/2024-25 dated 01.03.2025** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in**. Contact concern authority P.W. Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 17.03.2025.**

Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

বৃষ্টি, তুষারপাতে বিপর্যস্ত হিমাচল, বন্ধ ৫০০ রাস্তা

সিমলা, ১ মার্চ: বৃষ্টি, তুষারপাত, তুষার এবং ভূমিধসে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। শুধু তা-ই নয়, এই দুর্যোগের জেরে বহু এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাজ্যের বাকি অংশগুলি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে লাহুল-স্পিতি। শুক্রবার থেকে হিমাচলের পাহাড়ি অঞ্চলে ভারী তুষারপাত শুরু হয়েছে। পাহাড়ের নীচের এলাকা আবার ভারী বৃষ্টিতে ভাসছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, টানা বৃষ্টির জেরে বহু এলাকায় ধস নামছে। ইতিমধ্যেই ৫৮৩টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটি জাতীয় সড়কও রয়েছে। লাহুল-স্পিতিতে গত তিন দিন ধরে তুষারপাত হচ্ছে। ফলে রাজ্যের অন্য অংশ থেকে এই জেলা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। দুর্যোগের জেরে জেলার স্কুলগুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লাহুল-স্পিতিতেই ১৬৫টি রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর।

সবচেয়ে পরিস্থিতি খারাপ কুলু, মানালি এবং লাহুল-স্পিতি জেলার। এই তিন জেলায় তুষারপাত এবং তুষারধস হচ্ছে। আবার পাহাড়ের নীচু এলাকায় হড়পা বানের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ভারী বৃষ্টির জেরে। লাহুল-স্পিতির কোকসার, সিসু, কেলং, জিসপা, তান্ডি, গোন্ডলায় ৪ ফুটের মতো তুষারপাত হয়েছে। লাহুলের জোবরাং গ্রামে তুষারধস নেমেছে। আরও একটি তুষারধস নামে তুপচিলিং গ্রামের কাছে।

অন্য দিকে, কুলু এবং মানালিতে এই মরশুমের সবচেয়ে বেশি তুষারপাত হয়েছে শুক্রবারে। মানালিতে এক ফুট পুরু বরফ জমেছে। সোলাং উপত্যকায় দু'ফুটের মতো তুষারপাত হয়েছে। মানালি যাওয়ার সমস্ত রাস্তা বন্ধ। কুলুতেও দুর্যোগের ছবিটা এক।

আদালত চত্বরে মহিলা আইনজীবীর উপর অ্যাসিড হামলা

লখনউ, ১ মার্চ: উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের এক আদালতে মহিলা আইনজীবীর উপর অ্যাসিড হামলার অভিযোগ দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দু'টি পৃথক মামলায় অভিযোগকারীদের হয়ে মামলা লড়ছিলেন ওই মহিলা আইনজীবী। শুক্রবার তিনি আদালত চত্বরে নিজের চেম্বারে যাওয়ার পথে দুই দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা চালায়। আইনজীবীর মাথায় দেশি পিস্তল ঠেকায় এক দুষ্কৃতী। অপর জন আইনজীবীর শরীরে অ্যাসিড ছুড়ে মারে। অ্যাসিডদগ্ধ অবস্থায় ওই আইনজীবীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁর মুখ এবং মাথার কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছে।

ঘটনায় ইতিমধ্যে মহিলার বয়ানের ভিত্তিতে দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৪ (১) ধারায় অ্যাসিড হামলা-সহ অন্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মহিলা আইনজীবী তাঁর চেম্বারের কাছে পৌঁছতেই পিছন থেকে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। মহিলার চিৎকার শুনে অন্য আইনজীবী এবং মামলাকারীরা ছুটে আসতেই দুষ্কৃতীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

তবে দুষ্কৃতীদের উভয়কেই চিনতে পেরেছেন আক্রান্ত আইনজীবী। পুলিশকে দুই অভিযুক্তের নামও জানিয়েছেন তিনি। উভয়ের বিরুদ্ধেই দু'টি পৃথক মামলা লড়ছেন ওই মহিলা। এক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে মহিলাকে হেনস্থার অভিযোগে মামলা রয়েছে। অপর জনের বিরুদ্ধে পণ নেওয়ার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা রয়েছে বলে পুলিশকে জানান আইনজীবী।

মোরাদাবাদের পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) আকাশ সিং জানান, মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনের বিরুদ্ধে অ্যাসিড হামলার মামলা রুজু হয়েছে। কী ধরনের তরল হামলাকারীরা ব্যবহার করেছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মহিলার চিকিৎসা চলছে এবং তিনি বর্তমানে বিপন্মুক্ত বলেও জানান পুলিশ সুপার।

সামাজিক নিরাপত্তা প্রশাসনের সাত হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে আমেরিকা !

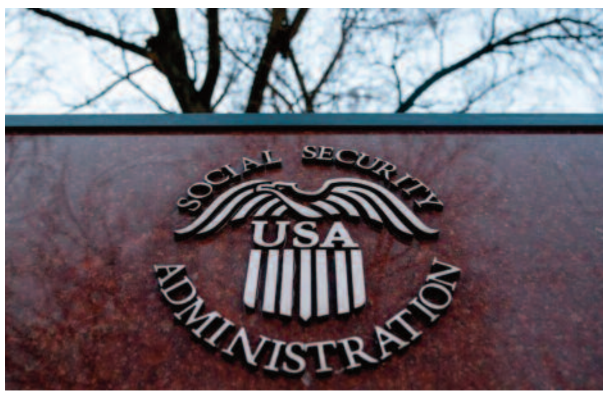

ওয়াশিংটন, ১ মার্চ: সামাজিক নিরাপত্তা প্রশাসনের (এসএসএ) সাত হাজার কর্মী ছাঁটাই করতে যাচ্ছে আমেরিকা। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মী বাহিনীর আকার ছোট করার অংশ হিসেবে তাঁদের চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে। সংস্থাটি আমেরিকার প্রায় ৭ কোটি ৩০ লাখ প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী মানুষকে প্রতি মাসে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে এসএসএ জানায়, 'আমরা কর্মীর সংখ্যা ১২ শতাংশের বেশি কমাতে যাচ্ছি। বাড়তি কর্মী ও সংগঠনের কাঠামো সংকুচিত করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এটা করা হচ্ছে। সংস্থার কার্যকারিতা এবং যেসব কর্মী সংস্থার সেবা সরবরাহের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট নন, তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' এসএসএর বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থার বর্তমানে প্রায় ৫৭ হাজার কর্মী রয়েছে। আমরা এটাকে কমিয়ে ৫০ হাজারে নিয়ে আসার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। পাশাপাশি সংস্থার আঞ্চলিক অফিস ১০ থেকে কমিয়ে চারে নামিয়ে আনা হবে।'

এসএসএ আমেরিকার অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ ব্যক্তিদের সুযোগ-সুবিধা ও তাঁদের পেনশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা দেশটির সেসব অল্পসংখ্যক সরকারি বিভাগের একটি, যেটাতে রাজনীতিবিদরা সাধারণত হস্তক্ষেপ করেন না। পুনরায় নির্বাচিত হলে সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থায় হস্তক্ষেপ করবেন না বলে ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারে বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করতে চলছে ট্রাম্প প্রশাসন।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় কমানোর জন্য সরকারি দক্ষতা বিভাগ (ডিওজিই) চালু করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর প্রধান করা হয়েছে ধনকুবের ইলন মাস্ককে। এসএসএর কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা নিয়ে হোয়াইট হাউস বা ডিওজিই তাৎক্ষণিক মন্তব্য করেনি। আমেরিকার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীর সংখ্যা প্রায় ২৩ লাখ। ডিওজিই এরই মধ্যে এক লাখের বেশি কর্মী ছাঁটাই করেছে।

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Name of Work:- Construction of the Proposed Boundary wall of existing community Seva Centre at Palitpara of Ward No. 14 under Birnagar Municipality, P.O. Birnagar, Dist. Nadia

Sl. No.	NIT No.	Tender ID	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	WBMAD/BM/17e/2024-25 Memo No. 139/PWD dt. 28.02.2025	2025_MAD_821785	01.03.2025 at 10.00 PM	18-03-2025 at 03.55 pm

For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা
রবিবার ● ২ মার্চ ২০২৫ ● পেজ ৮

শ্রীশ্রী রাধালাল জীউ

আমতার ‘ঘেঁটু’ গানে যুদ্ধ বিরোধী সুর

দীপংকর মান্না

‘ঘেঁটু বলে ভাই ভাই
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।
বোমা- গুলি বারুদের গন্ধ
লোক মরে, হয়ে যায় পঙ্গু ও অন্ধ।’

ঘেঁটু গানে এই যুদ্ধ বিরোধী সুর শোনা যায় হাওড়া আমতার গ্রামে গ্রামে।গত তিন বছর ধরে ইউক্রেনে চলছে রাশিয়ার একতরফা আক্রমণ।গত এক বছরের কাছাকাছি চলছে ইজরায়েল ইরান যুদ্ধ।ক্ষতিগ্রস্ত ঘর বাড়ি।শত শত প্রাণহানি।দেশে দেশে শান্তির ডাক। সেই শান্তির ডাক শোনা যায় ঘেঁটু গানে, হাওড়ার গ্রামে গ্রামে। প্রচলিত গানের পাশাপাশি তারা সুর বেঁধেছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে। শান্তির স্বপক্ষে।

পুরুলিয়ার টুসু, বাঁকুড়ার ভাদু ও মালদহের গম্ভিরার মতো জনপ্রিয় হাওড়ার ঘেঁটু।ঘেঁটু বা ঘন্টাকর্ণ হাওড়ার লৌকিক দেবতা। ঘেঁটুর উল্লেখ পাওয়া যায় মধ্যযুগের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে।

‘আমতার মেলাই বন্দ্যে পুরাসের ঘেঁটু
ঘুরালেন মাখাল বন্দ্যে হাসানের বটু।’

এখানে ‘আমতা’ হলো হাওড়ার এক নগর।আর ‘পুরাস’ হলো আমতার (বতর্মানে পেঁড়ো থানা) এক প্রান্তিক গ্রাম।তাই বলা যেতে পারে ঘেঁটু হাওড়া তথা আমতার নিজস্ব সংস্কৃতি।হাওড়া ছাড়া হুগলি, বাঁকুড়া ও দুই চব্বিশপরগনার কিছু গ্রামে ঘেঁটুর চল আছে।

পুরান থেকে জানা যায় ঘেঁটু বা ঘন্টাকর্ণ চর্মরোগের দেবতা। পিশাচকুলে এর জন্ম। তিনি ঘোর বিষ্ণু বিদ্বেষী। তিনি নাকি দেবকুমার ছিলেন।এক সময় অমার্জনীয় অপরাধের জন্য বিষ্ণু তাকে অভিশাপ দেন।ফলে দেবকূলের পরিবর্তে পিশাচকুলে জন্ম নিতে হয়।তাই তিনি বিষ্ণুকে মোটেই সহ্য করতে পারেন না। এমনকি বিষ্ণুর নাম পর্যন্ত কানে না ঢোকে, তার জন্য দু’কানে বড় বড় ঘন্টা বেঁধে রাখেন।কর্ণে ঘন্টা তাহার থেকে নাম হয় ঘন্টাকর্ণ। ঘেঁটুর কোন মূর্তি বা মন্দির নেই। তাই নিত্য পুজো হয় না।তবে কোন কোন স্থানে অপরাপর দেবদেবীর আভরণ দেবতা হিসাবে ঘেঁটু নিত্য পুজো পেয়ে থাকেন। হাওড়া জেলার পাঁচলার জুজারসাহা ও আমতার পুরাস গ্রামে নাকি ঘেঁটুর একসময় নিত্য পুজো হতো।

ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির দিন সকালে ঘেঁটুর পুজো হয়। সাধারণত গ্রামের জলাশয়ের ধারে বা তে- মাথার মোড়ে এই পুজো হয়ে থাকে বেশি। দেবতা ও পুজো বেশ অভিনব। একটি ভাঙা কুলোর ওপড় মুড়ি ভাজার খোলা উপুড় করে রাখা হয়। এবার একতাল গোবরের ওপর কয়েকটি পিটুলি ফল,কড়ি, টাটকা ভাঁটফুল (ঘেঁটুফুল) একটি হলদে কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়। নৈবদ্য বলতে চাল আর মুসুরডাল। এই পুজোর নেই কোন মন্ত্র।লাগে না পুরুত ঠাকুর।
গ্রামের কোন বয়স্কা মহিলা এলোকেশে লাঠি দিয়ে ভাঙে ঘেঁটু। ভাঙা খোলার কুচি ও কড়ি কুড়ানোর জন্য পড়ে যায় হুড়োহুড়ি।

দুপুরে ছেলেছোকরার দল কাল্পনিক ঘেঁটু তৈরি করে। একটা কাঠের চৌকিকে উপুড় করে সাজানো হয় নীল,লাল, হলুদ কাগজ দিয়ে। চৌকির ভিতরে রাখা হয় নানা ধরনের পুতুল। পুতুলের ফাঁকে ফাঁকে দেওয়া হয় ঘেঁটুফুল (ভাট ফুল)। আধুনিক ছেলেরা চৌকির ভিতর লাগিয়ে রাখে ব্যাটারি চালিত জুনি ল্যাম্প। কোথাও কোথাও রেকাবে বা ডিশে ঘেঁটু ফুল ও পুতুল দিয়ে সাজানো হয় ঘেঁটু।

সন্ধ্যায় সাজানো ঘেঁটু লাঠি দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যায় বাড়ি বাড়ি।কারাও ঘেঁটু নিয়ে যায় মাথায় করে। এবার বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে গেয়ে নেচে কুঁদে চলে ‘মাগন’।চাল- ডাল- তেল- আলু-টাকা-পয়সা। তিন দিন ধরে চলে এই ‘মাগন’ পর্ব। আগে একমাস ধরে চলতো এই মাগন পর্ব। হাওড়ার বাগনান- শ্যামপুরে ক্যালেন্ডার বা পট দেখিয়ে চলে ‘মাগন’ পর্ব। ‘মাগন’ শেষে চলে মহা ভুরিভোজ। তাতে থাকে অনাবিল আনন্দ ও মজা, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বর্তমান নগর সভ্যতায় উদ্ভট কালচার ও মোবাইল ফোন আসক্তে ‘ঘেঁটু’ আজ অবলুপ্তির পথে। কচিকাঁচাদের পড়াশোনার বোঝা , বার বার পরীক্ষা ও করোনা আবহে বাড়ি বাড়ি মাগনে পড়েছে ভাটা।

মাগন পর্বে ঘেঁটুর গান বেশ মজার। সুরে সুরে থাকে আনন্দ ও হাসি।বেশ উপভোগ্য।

প্রথমে বলি আবদারের গান—

‘যে দেবে ধামা ধামা
তারে ঘেঁটু দেবে জরির জামা।’

বা

‘যে দেবে একপলা তেল
তার হবে সোনার দেল।’

যদি গৃহস্থের লোকেরা চাল-তেল-আলু-পয়সা কম দেয়, তখন শোনা যায় অভিমানের সুর-

‘যে দেবে শুধু বকুনি
ঘেঁটু তারে দেবে খোস-চুলকানি।’

বাচাল ছেলেরা অভিমানী হলে গৃহস্থের বাড়ি ফেলে দিয়ে আসে ঘেঁটু ফুল।যাতে গৃহস্থের বাড়ির লোকেদের খোস- পাঁচড়া হয়।

বড়রা নেচে নেচে ঘেঁটুর গান করে। ওদের কেউ আবার নানা রকম চরিত্র সেজে আসে। ওদের গানে এখন নানা রকম বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বড়দের গানে থাকে তুমুল হাসি-

‘ছাঁদনা তলায় বসিল বর বিয়ে করিতে
নাগরিরা ছুটে এলো বরং দেখিতে
বামুন ঠাকুরের লম্বা দাড়ি
তাতে মন্ত্র বলে তাড়াতাড়ি।’

বা

‘ঘেঁটুর বিয়ের মেয়ে দেখিতে যাই
যোলজনা,
থলিয়াতে আছে মেয়ে নামটি বাসনা।’

‘থলিয়া’ এখানে আমতা-২ এর এক গ্রামের নাম। সম্ভবত দুই আমতার মেল বন্ধনেই এমন গান রচনা। কখনও কখনও ঘেঁটুকে নিয়ে ব্যাঙ্গ তামাসার গান-ও শোনা যায়-

‘ঘেঁটুর বিয়ের নিতবর হয়ে প্রাণ বাঁচানো
দায়,
প্রাণ বাঁচানো দায়, আবার মান বাঁচানো
দায়।’

এখনকার গানে শোনা যায় সমাজ পরিবর্তনের কথা। পঞ্চায়েতের কথা। পালর্স পোলিও কথা। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রতীর কথা। করোনা থেকে বাঁচার কথা। রাশিয়া- ইউক্রেন, ইজরায়েল ইরান যুদ্ধের ভয়াবহতার কথা।

‘মোদের ঘেঁটু নয়কো হিন্দু
নয়কো মুসলমান।
আয় গো তোরা আয় গো তোরা
রাখবি ঘেঁটুর মান।’

‘পালর্স পোলিও চাই চাই
সোজা হয়ে বাঁচা চাই।
তাই তো ঘেঁটু দেয় ডাক
সব শিশু পোলিও পাক।’

‘ঘেঁটু বলে নিন নিন
মুখে মাস্ক, ভ্যাকসিন।
দূরত্বে চলো ভাই
সাবধানে থাকা চাই।’

আমতার মান্দারিয়া গ্রামে ‘সত্য চরণ সম্প্রদায়’ নামে ছিল এক জনপ্রিয় ঘেঁটুর দল। শিল্পীদের ছিল নিজস্ব হলুদ রঙের পোশাক। এদের গান শোনার জন্য পাড়ার মানুষ মুখিয়ে থাকতো।’ লোক সংস্কৃতি’ উৎসবে ঘেঁটু গানে জেলা তো বটেই, রাজ্য থেকেও পেয়েছে প্রশংসার তকমা। বর্তমানে এই দলের দু’একজন ছাড়া সবাই প্রয়াত হয়েছেন।

হাওড়ার নিজস্ব সম্পদ ঘেঁটু ও জনপ্রিয় ঘেঁটু গান কি হারিয়ে যাবে! দেখা দিয়েছে আজ সে প্রশ্ন।

দুপুরে ছেলেছোকরার দল কাল্পনিক ঘেঁটু তৈরি করে। একটা কাঠের চৌকিকে উপুড় করে সাজানো হয় নীল,লাল, হলুদ কাগজ দিয়ে। চৌকির ভিতরে রাখা হয় নানা ধরনের পুতুল। পুতুলের ফাঁকে ফাঁকে দেওয়া হয় ঘেঁটুফুল (ভাট ফুল)। আধুনিক ছেলেরা চৌকির ভিতর লাগিয়ে রাখে ব্যাটারি চালিত জুনি ল্যাম্প। কোথাও কোথাও রেকাবে বা ডিশে ঘেঁটু ফুল ও পুতুল দিয়ে সাজানো হয় ঘেঁটু।

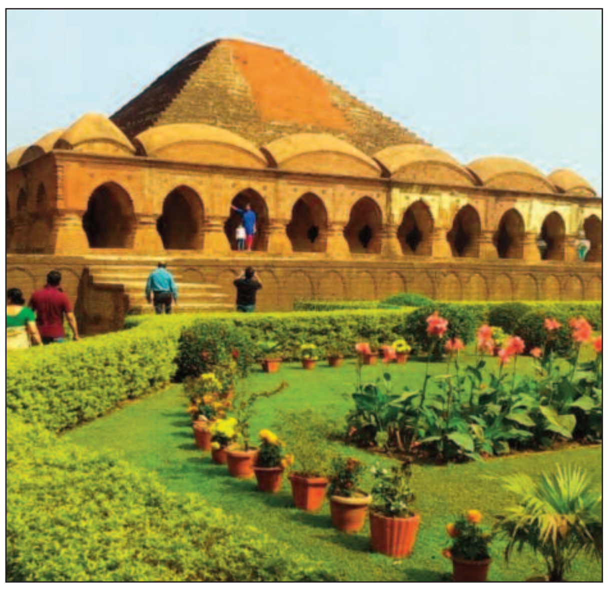

বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক রাসমঞ্চ

সুদর্শন নন্দী

মন্দিরের দেশ মল্লভুম আমাদের এই রাজ্যেই। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের চারপাশে বিস্তীর্ণ ছিল এই রাজ্য। আজ বাঁকুড়া জেলার অন্যতম মহকুমা শহর হলেও বিষ্ণুপুর একসময় মল্লারাজাদের গৌরবময় রাজধানী ছিল। মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরের রাজারা সপ্তম শতাব্দী থেকে প্রায় বারশ বছর রাজত্ব করেছেন। এখানকার রাজাদের অমর কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে সারা দেশে। মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরও বলা হয় শহরটিকে। কারণ সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে মন্দির। আর রাজা বীরহাম্বির তথা হাম্বিরমল্লের আমলে এখানে গড়ে ওঠে প্রচুর মন্দির। মন্দিরের টেরাকাজের আকর্ষণ অবর্ণনীয়। যদিও মন্দিরগুলির মধ্যে অনেক মন্দিরের আজ জীর্ণ দশা। মন্দিরের শিল্পকলার টানে আজও পর্যটকরা ভিড় করেন ঐতিহাসিক এই শহরে। আসেন বিদেশী পর্যটকেরা। এটা উল্লেখ করাও বাহুল্য হবে না যে, বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানা একসময় ভারতীয় সঙ্গীতের বহুল চর্চিত বিষয় ছিল। এখানকার সঙ্গীত বিশারদদের মধ্যে যদুভট্ট, গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় , জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী প্রমুখরা ছিলেন দিকপাল। যাইহোক, আমাদের বিষয় বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক রাসমঞ্চ ঘিরে। এ এক অতুলনীয় স্থাপত্য।

বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চটি দেখার মতো। বিখ্যাত এই রাসমঞ্চ নির্মাণ করেন হাম্বিরমল্ল , ১৬০৭ সালে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের জন্য যোড়শ শতকে রাজা বীরহাম্বির বিষ্ণুপুরে এই স্থাপত্য তৈরি করেছিলেন। রাসমঞ্চ ছাড়াও পাশাপাশি রয়েছে তিনটি বিখ্যাত মন্দির — জোড়বাংলা, শ্যামরাই এবং রাধেশ্যাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাসমঞ্চের ছবিই রাজ্য পর্যটন দফতরের ওয়েবসাইটে বিষ্ণুপুরের পাতার ‘ব্যানার’।

১৬০৭ সালে নির্মিত মল্লরাজ বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুরে যে রাসমঞ্চটি নির্মাণ করেছিলেন, সেটি এক অভূতপূর্ব স্থাপত্যকলার নিদর্শন। এই মঞ্চটিতে বাংলার সনাতন মন্দিরস্থাপত্যের সঙ্গে মিশরীয় পিরামিড ও ইসলামী স্থাপত্যশৈলী মিল দেখা যায়।

এহেন রাসমঞ্চের নির্মাতা রাজা বীরহাম্বীর সম্বন্ধে দু এক কথা জেনে নেওয়া যাক। তিনি ছিলেন এক বীর যোদ্ধা যিনি বৈষ্ণব ধর্মে নিমজ্জিত হয়ে যান পরবর্তীকালে। তিনি ছিলেন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক এবং মুঘল-পাঠান সংঘর্ষে মুঘল বাহিনীর অন্যতম সহায়ক। এই দুর্ধষ মল্লযোদ্ধাই শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। এরপরই তিনি নির্মাণ করেন অসংখ্য মন্দির। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মল্লভুমকে গুপ্ত বৃন্দাবন বলে ডাকতেন। বীরহাম্বীরের শ্রেষ্ঠ নির্মাণ এই রাসমঞ্চ।

রাসমঞ্চটি একটি চওড়া বেদীর উপর নির্মিত। বেদীটি নির্মিত হয়েছে মাকড়া পাথর দিয়ে। তাকে চারপাশে ঘিরে আছে তিন প্রস্থ খিলানযুক্ত দেওয়াল। বেদীটি বর্গাকার। চারদিকই সমান। বেদীর উচ্চতা ১.৬ মিটার, প্রস্থ ২৪.৬ মিটার। রাসমঞ্চটির উচ্চতা ১০.৭ মিটার। মাথাটি একটি স্বল্পপরিসর ছাদের মতো। সিঁড়ির ধাপের মত উঠে গেছে চার দিক দিয়ে। চূড়াটি মিশরের পিরামিডের মতো দেখতে। চূড়ার পাদদেশে চারটি করে দোচালা ও প্রত্যেক কোণে একটি করে চারচালা নির্মিত হয়েছে। এভাবেই চারটি দিকই নির্মিত। বাইরে থেকে ভেতরের দেওয়ালগুলি কতকগুলি খিলানের সমষ্টি। খিলানগুলির ধাঁচে রয়েছে মুসলমানী স্থাপত্যের অনুসরণ। বাইরের খিলানের গায়ে পোড়ামাটির পদ্ম ও পূর্বের দেওয়ালে গায়ক-বাদকদের ছবি দেওয়া পোড়ামাটির প্যানেল রয়েছে। প্রতি দেওয়ালে খিলানের সংখ্যা সমান নয়। গর্ভগৃহ ও তার দক্ষিণ দিকের ছোট ঘর ঘিরে প্রথম স্তরে প্রতি দিকে পাঁচটি খিলান, দ্বিতীয় বা মাঝের স্তরে আটটি এবং তৃতীয় তথা বাইরের দিকে দশটি করে খিলান রয়েছে বর্গাকৃতি এই স্থাপত্যটির প্রতি দিকে। এক কথায়, গর্ভগৃহটি দেওয়াল-দ্বারা ঘেরা নয়। রাসমঞ্চের গর্ভগৃহ ও পাশের কক্ষটিকে ঘিরে রয়েছে তিন প্রস্থ খিলানযুক্ত দেওয়াল যার প্রথম সারিতে মোট কুড়ি, দ্বিতীয় সারিতে মোট বত্রিশ, বাইরের সারিতে খিলানের সংখ্যা চল্লিশ। রাস উৎসবের সময় মল্ল রাজবংশের পূজিত রাধাকৃষ্ণ মূর্তিগুলি রাসমঞ্চে নিয়ে আসা হত। জানা যায়, ১৯৩২ সাল পর্যন্ত রাসমঞ্চে মহাসমারোহে রাস উৎসব হয়ে এসেছে।

রাসমঞ্চ এক অভিনব স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন। এমন স্থাপত্য শুধু বাংলাতেই নয়, সারা ভারতে বিরল। আগেই বলেছি, এক সময়ে এই রাস পূর্ণিমাতে রাসমঞ্চ জুড়ে রাস উৎসব হতো। এলাকার নামও রাসতলা। কিন্তু আজ আর সেই রাজাও নেই, নেই সেই রাস উৎসব যদিও বিষ্ণুপুর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে রাধাকৃষ্ণের মন্দির। তবে এখন অধিকাংশ মন্দিরে নিরাপত্তার কারণে বিগ্রহ রাখা হয় না। তবে আলাদা আলাদা রাস হয় কৃষ্ণগঞ্জ আটপাড়া যোলোআনা কমিটির রাধালাল জিউ, মাধবগঞ্জ এগারো পাড়া যোলোআনা কমিটির রাধামদনগোপাল জিউ ও বাহাদুরগঞ্জে চৌধুরীদের পারিবারিক বিগ্রহের। বিষ্ণুপুরের জাঁকজমক ভাবে রাস উৎসবের কথা বললে বিষ্ণুপুরের এই দুই গঞ্জের (কৃষ্ণগঞ্জ ও মাধবগঞ্জ) রাস উৎসবই বোঝায়। আর বিষ্ণুপুর শহরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে রাসতলায় মল্লরাজ বীরহাম্বীর প্রতিষ্ঠিত মাকড়া পাথরের ঐতিহাসিক তথা বিখ্যাত রাসমঞ্চটি বর্তমানে শুধুই পর্যটকদের দর্শনীয় স্থান হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।